কুরআন দিয়ে নিজের চিকিৎসা করুন

মূল: আবুল ফিদা মুহাম্মাদ ইজ্জত মুহাম্মাদ আরেফ
অনুবাদঃ হাফেয মাহমুদুল হাসান মাদানী

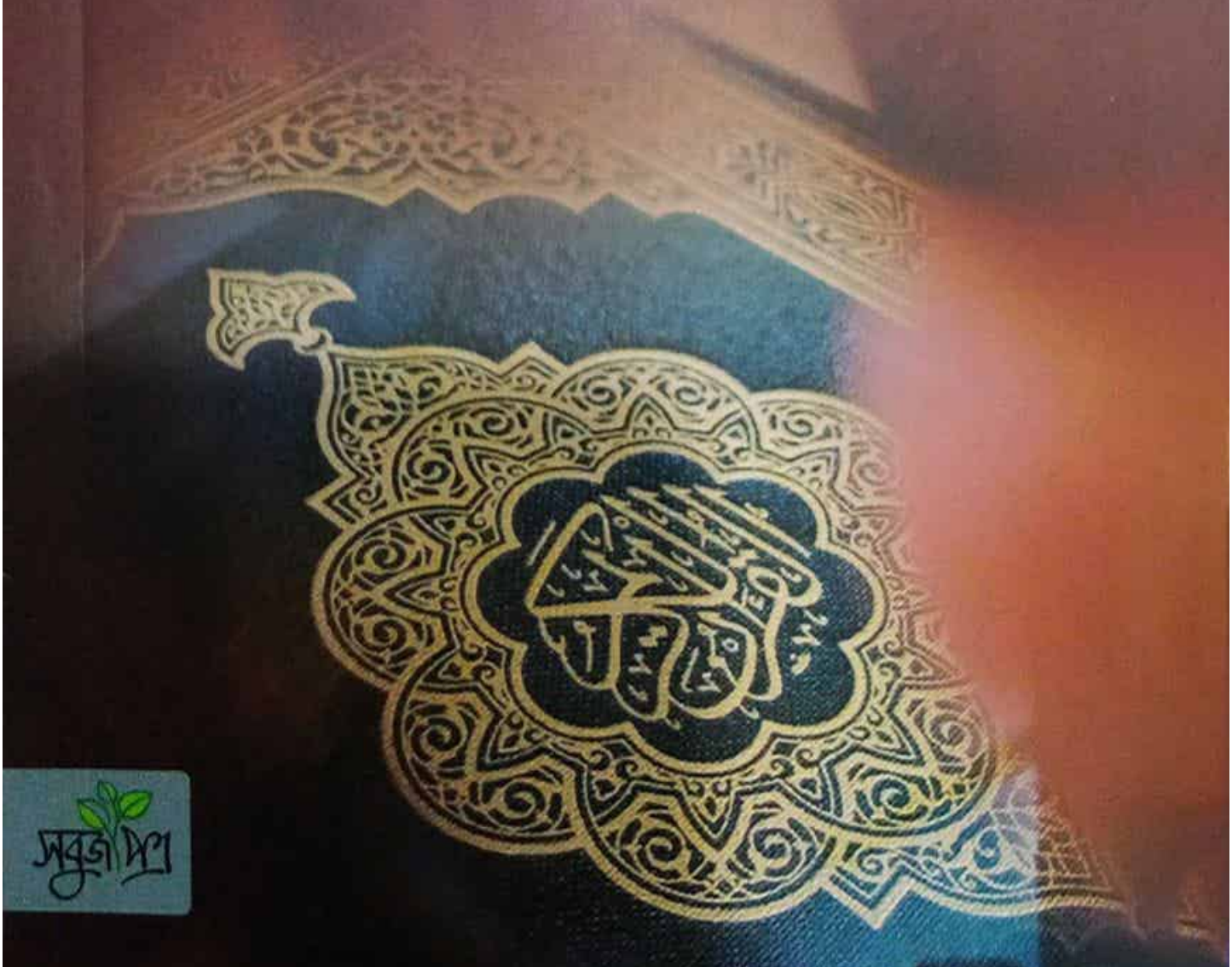

সবুজপত্র

কুরআন দিয়ে
নিজের চিকিৎসা করুন

মূল
আবুল ফিদা মুহাম্মাদ ইজ্জত মুহাম্মাদ আরেফ

অনুবাদ
হাফেয মাহমুদুল হাসান মাদানী
উপাধ্যক্ষ, জামেয়া কাসেমিয়া কামিল মাদরাসা, নরসিংদী

সবুজপত্র

ISBN 978-984-8927-13-7
প্রকাশক
সবুজপত্র পাবলিকেশন্স-এর পক্ষে
মুহাম্মদ হেলাল উদ্দীন ও সাঈদা বিনতে মাহমুদ
৩৪ নর্থ ব্রুকহল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল ০১৭৫০০৩৬৭৯০, ০১৭৫০০৩৬৭৯২ (বাংলাবাজার)
০১৭৫০০৩৬৭৯১ (মগবাজার), ০১৭৫০০৩৬৭৯৩ (কাঁটাবন)
website: www.sobujpatro.com
e-mail: info_admin@sobujpatro.com
fb.com/sobujpatrobd

স্বত্ব: অনুবাদক

প্রথম প্রকাশ: মে ২০১৬ ঈসায়ী / শাবান ১৪৩৭ হিজরী
পুনর্মুদ্রণ: সেপ্টেম্বর ২০১৮ / মহররম ১৪৪০

প্রচ্ছদ: দেলোয়ার হোসেন

মুদ্রণ: জননী প্রিন্টার্স, সূত্রাপুর, ঢাকা ১১০০
বাঁধাই: অগ্রণী পুস্তক বাঁধাই কেন্দ্র, সূত্রাপুর, ঢাকা ১১০০

মূল্য
সত্তর টাকা মাত্র

عَالِج نفسَك بالقُرآن
تالف: ابي الفداء محمد عزت محمد عارف
ترجمة باللغة البنغالية: حافظ محمود الحسن المداني
داكا، بنغلاديش الناشر: مكتبة سوبوز بترو،

CURE YOURSELF WITH QURAN
by Abul Fida Muhammad Izzat Muhammad Arif
Translated by Hafej Mahmudul Hasan Madani
Published by Sobujpatro Publications
34 Northbrook Hall Road, Banglabazar, Dhaka 1100

Price: Taka Seventy only

মহান আল্লাহর বাণী-

﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۙ وَلَا يَزِيْدُ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا خَسَارًا ﴾

"আর আমি কুরআনে যা কিছু নাযিল করছি তা হচ্ছে ঈমানদারদের জন্যে তাদের রোগের উপশমকারী ও রহমত। কিন্তু এসত্ত্বেও তা যালিমদের জন্যে ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই বৃদ্ধি করে না।"

-সূরা ১৭; বনী ইসরাঈল ৮২

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

« عَلَيْكُمْ بِالشِّفَاءَيْنِ اَلعَسَلِ وَالْقُرْآنِ »

"তোমরা যাবতীয় রোগ-ব্যাধির নিরাময়ে (চিকিৎসায়) দুটো জিনিসকে আঁকড়ে ধর– মধু এবং কুরআন।"

-সুনানে ইবনে মাজাহ: ৩৪৫২

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন,

« خَيْرُ الدَّوَاءِ الْقُرْآنُ »

"সর্বোত্তম ঔষধ হচ্ছে, আল কুরআন।"

-সুনানে ইবনে মাজাহ: ৩৫০১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

কুরআন হচ্ছে নিরাময় ও রহমত

মানসিক ও শারীরিক এবং দুনিয়া ও আখিরাতের যাবতীয় রোগ ব্যাধির পরিপূর্ণ চিকিৎসা হচ্ছে আল কুরআন। তবে এ থেকে নিরাময় লাভের তাওফীক সবাইকে দেওয়া হয় না; সবাই এর উপযুক্তও নয়।

রোগী সততা, আস্থা, পরিপূর্ণ কবুল, অকাট্য বিশ্বাস এবং এর যাবতীয় শর্ত পূরণের মাধ্যমে যদি এ কুরআনকে তার রোগের উপর উত্তমভাবে প্রয়োগ করে তাহলে কোনো ব্যাধিই কখনো এর মোকাবিলা করতে পারবে না।

কিভাবে রোগ-ব্যাধি আসমান-যমিনের মালিকের ঐ কথার মোকাবিলা করবে, যা তিনি পাহাড়ের উপর নাযিল করলে পাহাড়কে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিত? যমিনের উপর নাযিল করলে যমিনকে বিদীর্ণ করে দিত?

সুতরাং, শরীর ও মনের এমন কোনো রোগ নেই অথচ আল কুরআনে তার চিকিৎসার পথ দেখানো আছে, এর প্রতিকার এবং তা থেকে বেঁচে থাকার ব্যবস্থা রয়েছে। যাকে আল্লাহ তাআলা তাঁর কিতাবের বুঝ দান করেছেন, সে-ই কেবল এ থেকে সার্বিক সুস্থতা লাভ করে ধন্য হয়।

কুরআন যাকে নিরাময় করবে না আল্লাহও তাকে নিরাময় করবেন না। আর যার জন্যে কুরআন যথেষ্ট নয়; আল্লাহও তার জন্যে যথেষ্ট হবেন না। (যাদুল মা'আদ ইবনুল কাইয়্যেম খণ্ড-৩, পৃ. ১৭৮-১৭৯)

আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে
সকল প্রিয়জনের জন্যে উৎসর্গ
যাদেরকে আমি ভালোবাসি,

সে- "প্রাণিকুল, যারা আল্লাহর পবিত্রতার গুণগান গায়।
পর্বতমালা, যারা শির তুলে আল্লাহর জন্য রয়েছে সিজদায়।
প্রতিটি পাথরকুচি, যা বিনয়ের সাথে উপর থেকে নিচে ঝরে পড়ে।
প্রতিটি ফুল, যা তার প্রার্থনার নেশায় গর্বভরে দোল খায়।
মেঘমালা, যা আল্লাহর নির্দেশে আকাশে উড়ে বেড়ায়।
আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে এরাই আমার ভালোবাসার পাত্র।
এমন এক যুগে, যে যুগে খোদাভীতি বিরল।"

– আবুল ফিদা

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
মহান আল্লাহ ছাড়া ক্ষতিকে অপসারণ করার আর কেউ নেই	১৫
আল কুরআন দ্বারা চিকিৎসা করানোর ব্যাপারে দলীল কী?	১৮
রোগ থেকে বেঁচে থাকা চিকিৎসার চেয়ে উত্তম	২৮
অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি শর্ত	৩৪
আল কুরআনে আয়াতে শিফা (নিরাময়ের আয়াতসমূহ)	৩৬
কতিপয় সূরা ও আয়াতের ফযিলত	৩৮
মানসিক রোগের চিকিৎসায় আল কুরআন মহৌষধ	৪৬
সব ধরনের রোগের চিকিৎসায়	৪৮
আল্লাহর ইসমে আযম দ্বারা যাবতীয় রোগের চিকিৎসা	৪৯
মাথা ব্যথার চিকিৎসা	৫০
যাবতীয় চক্ষুরোগ চিকিৎসা ও দৃষ্টিশক্তি প্রখর করতে	৫৩
দাঁতের ব্যথার জন্যে	৫৩
কণ্ঠনালীর ব্যথায়	৫৪
নাকের রক্তক্ষরণের চিকিৎসা	৫৫
বধিরতার চিকিৎসায়	৫৬
যাবতীয় চর্ম রোগের চিকিৎসায়	৫৭
মাথার খুসকি নিরাময়ে	৫৮
বিষাক্ত ফোঁড়ার চিকিৎসায়	৫৮
যাবতীয় বক্ষ ব্যাধির চিকিৎসায়	৫৯
লিভার, পাকস্থলী, হৃদকম্পন বৃদ্ধি, বক্ষ ও হৃদ রোগের চিকিৎসায়	৬১
অর্শ্ব রোগের চিকিৎসা	৬২
কাঁপুনি (ভীতি) এবং বিষ নষ্ট করার চিকিৎসায়	৬৩
সাপ-বিচ্ছু দংশনের চিকিৎসা	৬৩
রোমাতিজমের চিকিৎসা	৬৪

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রোস্টেট গ্রন্থীর ব্যথায়	৬৬
প্রসব সহজ করার আমল	৬৬
প্রসব সহজ হওয়ার আরেকটি তদবীর	৬৭
জ্বরের চিকিৎসায়	৬৮
বড়দের অস্থিরতা আর শিশুদের ভয়ের চিকিৎসা	৬৯
চিন্তা-পেরেশানি এবং বিষণ্নতার চিকিৎসা	৭০
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে জ্বিনদের কুরআন কারীম শ্রবণের ঘটনা	৭১
বদ নজর (হিংসা) ও এ থেকে আত্মরক্ষার চিকিৎসা	৭২
জ্বিনের আছর (আক্রমণ) থেকে রক্ষার তদবীর	৭২
জ্বিনে আক্রান্ত ব্যক্তির চিকিৎসা	৭৫
জ্বিনে আক্রান্ত বা মৃগী রোগীর চিকিৎসা আর উপসর্গগুলোকে জ্বালিয়ে দেওয়ার আরেকটি পদ্ধতি	৭৬
মৃগী রোগী এবং বেহুঁশের হুঁশ ফিরিয়ে আনতে	৭৬
যাবতীয় মানসিক রোগের চিকিৎসা	৭৭
যাদু টোনার চিকিৎসা	৭৯
ভুলে যাওয়ার চিকিৎসা	৮০
কুমন্ত্রণার চিকিৎসা	৮১
মহান আল্লাহর বরকতে আরেকটি পরীক্ষিত তদবীর	৮১
ক্যান্সার চিকিৎসায়	৮২
হক কথা	৯২
শায়খ বিন উসাইমীন-এর অভিমত বা ফতোয়া, "রোগীর উপর কুরআন পড়ে ফুঁক দেওয়া শরী'আতসম্মত"	৯৪

মহান আল্লাহ ছাড়া ক্ষতিকে অপসারণ করার আর কেউ নেই

নিশ্চয়ই সকল কিছুর স্রষ্টা একমাত্র আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা এবং একমাত্র তিনিই সবকিছু করতে সক্ষম, সবকিছুর প্রতি অনুগ্রহকারী একমাত্র তিনি। সুতরাং তিনি দয়া না করলে আর কে করবে? তিনিই আল্লাহ, যিনি তাঁর বিশাল ক্ষমতা ও রহমতে যাবতীয় বিপদ-মুসিবত অপসারণ করবেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ الَّذِىْ خَلَقَنِىْ فَهُوَ يَهْدِيْنِ ﴿٧٨﴾ وَالَّذِىْ هُوَ يُطْعِمُنِىْ وَيَسْقِيْنِ ﴿٧٩﴾ وَاِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِ ﴿٨٠﴾ وَالَّذِىْ يُمِيْتُنِىْ ثُمَّ يُحْيِيْنِ ﴿٨١﴾ وَالَّذِىْٓ اَطْمَعُ اَنْ يَّغْفِرَ لِىْ خَطِيْٓـَٔتِىْ يَوْمَ الدِّيْنِ ﴿٨٢﴾ ﴾

"যিনি আমাকে পয়দা করেছেন, অতঃপর তিনিই আমাকে (অন্ধকারে) চলার পথ দেখিয়েছেন। তিনি আমাকে আহার্য দেন। তিনিই আমার পানীয় যোগান। আর আমি যখন রোগাক্রান্ত হই তখন তিনিই আমাকে রোগমুক্ত করেন। তিনি আমার মৃত্যু ঘটাবেন, তিনি আমাকে আবার নতুন জীবন দেবেন। বিচারের দিন তাঁর কাছ থেকে আমি এ আশা করব যে, তিনি আমার গুনাহসমূহ মাফ করে দেবেন।" (সূরা ২৬; শু'আরা ৭৮-৮২)

অতএব, তাঁর শেফা ছাড়া কোনো শেফা নেই, তাঁর বিপদমুক্তি ছাড়া কোনো বিপদমুক্তি নেই এবং তাঁর শক্তি ছাড়া কোনো শক্তি নেই।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ وَاِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهٗٓ اِلَّا هُوَ ۚ وَاِنْ يُّرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَآدَّ لِفَضْلِهٖ ۚ يُصِيْبُ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ۚ وَهُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ﴾

"যদি আল্লাহ তাআলা তোমাকে কোনো দুঃখ-কষ্ট দেন, তাহলে তিনি ছাড়া অন্য কেউ নেই তা দূরীভূত করার। আর তিনি যদি তোমার কোনো কল্যাণ চান, তাহলে তাঁর সে কল্যাণ রদ করারও কেউ নেই। তিনি তার বান্দাদের মধ্যে যাকে চান তাকেই কল্যাণ পৌঁছান, তিনি বড়ই ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।" (সূরা ১০; ইউনুস ১০৭)

এ কারণেই আইয়ুব (আ) যখন ইজ্জত এবং মহত্ত্বের মালিক, ক্ষমার একমাত্র অধিকারী, শেফাদানকারী, সকলের জন্যে যথেষ্ট, স্বীয় নির্দেশ এবং বিশাল ক্ষমতার দ্বারা সকল বিপদ অপসারণকারী মহান আল্লাহর নিকট চরম অসুস্থতার মুহূর্তে কায়মনোবাক্যে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে আহ্বান করলেন।

আল্লাহ তাআলার ভাষায়,

﴿ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُۥٓ أَنِّى مَسَّنِىَ ٱلضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّٰحِمِينَ ﴾

"স্মরণ করুন! যখন আইয়ুব (আ) তাঁর মালিককে ডেকে বলেছিলেন, হে আল্লাহ আমাকে এক কঠিন অসুখ পেয়ে বসেছে, আমায় আপনি সুস্থ করে দিন, আপনিই হচ্ছেন দয়ালুদের সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।" (সূরা ২১; আম্বিয়া ৮৩)

যাবতীয় পবিত্রতা ও গুণগান আপনারই জন্যে, আপনি আমাদেরকে আপনার নিকট চাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন এবং আমাদেরকে তা কবুলের ওয়াদা করেছেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ فَٱسْتَجَبْنَا لَهُۥ فَكَشَفْنَا مَا بِهِۦ مِن ضُرٍّ وَءَاتَيْنَٰهُ أَهْلَهُۥ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَٰبِدِينَ ﴾

"অতঃপর আমি তার ডাকে সাড়া দিলাম, তার যে কষ্ট ছিল তা আমি দূর করে দিলাম, তাঁকে তাঁর পরিবার-পরিজন ফিরিয়ে দিলাম, তাদের সবাইকে আমার কাছ থেকে বিশেষ দয়া এবং আমার বান্দাদের জন্যে উপদেশ হিসেবে আরো সমপরিমাণ দান করলাম।" (সূরা ২১; আম্বিয়া ৮৪)

সুতরাং, রোগীর উচিত বেশি বেশি দু'আ করা এবং কবুলের পূর্ণ আস্থা-বিশ্বাস সহকারে আল্লাহর নিকট চাওয়া যে, তিনি তাঁকে সুস্থ করবেন, রোগমুক্ত করবেন আর সে যেন আল্লাহর সুন্দর সন্দুর নামগুলো দিয়ে দু'আ করে।

﴿ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴾

"(হে আমার রব!) আমাকে এক কঠিন অসুখ পেয়ে বসেছে, আর আপনি তো হচ্ছেন দয়ালুদের সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।" (সূরা ২১; আম্বিয়া ৮৩)

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, আল্লাহর রহমত তাকে ঢেকে ফেলবে এবং আল্লাহ তার ওপর থেকে বিপদ সরিয়ে দেবেন। অতএব, সকল পবিত্রতা আল্লাহর জন্যে; বনি আদম কতই না দুর্বল।

* * *

আল কুরআন দ্বারা চিকিৎসা করানোর ব্যাপারে দলীল কী?

আল্লাহ্ তাআলা বলেন,

﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۙ وَلَا يَزِيْدُ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا خَسَارًا ﴾

"আর আমি কুরআনে যা কিছু নাযিল করি তা হচ্ছে ঈমানদারদের জন্যে (তাদের রোগের) উপশমকারী ও রহমত। কিন্তু এ সত্ত্বেও তা যালিমদের জন্যে ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই বৃদ্ধি করে না।" (সূরা ১৭; বনী ইসরাঈল ৮২)

কুরআনে কারীমের এ মহান আয়াত নিয়ে যিনি গবেষণা করবেন তিনি নিশ্চিতভাবে এ বিষয়টি উপলব্ধি করতে পারবেন যে, কুরআন নিরাময় এবং রহমত। এতে আশ্চর্যান্বিত হওয়ার কিছু নেই। কারণ, এ হচ্ছে আল্লাহর সে কালাম, যার সামনের অথবা পেছনের কোনো দিক থেকেই বাতিল আসতে পারে না।

সকল পবিত্রতা সে সত্তার জন্যে, যার নির্দেশ ك (কাফ) এবং ن (নূন)-এর মধ্যে নিহিত। তিনি যখন কোনো কিছু সৃষ্টি করতে চান তখন বলেন, ﴿ كُنْ ﴾ হয়ে যাও। আর তখনই তা হয়ে যায়। কাজেই আল্লাহর নির্দেশ বাস্তবায়িত ও প্রতিষ্ঠিত হবে; আর তা كُنْ শব্দের মধ্যে। যদি শুধু তাঁর كُنْ শব্দের মধ্যে এমন প্রভাব থাকে তাহলে তাঁর সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ কালামের প্রভাব কেমন হবে? যাতে তিনি বলেছেন,

﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ﴾

"আর আমি কুরআনে যা কিছু নাযিল করি তা হচ্ছে, ঈমানদারদের জন্যে (তাদের রোগের) উপশমকারী ও রহমত।" (সূরা ১৭; বনী ইসরাঈল ৮২)

নিঃসন্দেহে আল্লাহর কথা সত্য, আল্লাহর নামের শপথ, পূর্ণ আস্থা এবং বিশ্বাস নিয়ে যে ব্যক্তি কোনো রোগীর ওপর কুরআন পড়বে, আল্লাহর কালাম এবং তার বরকতে সে সুস্থ হয়ে যাবে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

« فَأَبْشِرُوْا فَإِنَّ هٰذَا الْقُرْآنَ طَرْفُهُ بِيَدِ اللهِ وَطَرْفُهُ الآخَرُ بِأَيْدِيْكُمْ، فَتَمَسَّكُوْا بِهِ، وَلَنْ تَهْلِكُوْا وَلَنْ تَضِلُّوْا بَعْدَهُ أَبَدًا »

"অতএব, তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর। কেননা, এ কুরআনের এক প্রান্ত আল্লাহর হাতে আর আরেক প্রান্ত তোমাদের হাতে। একে তোমরা আঁকড়ে ধর, কখনো তোমরা ধ্বংস হবে না। এরপর কখনো তোমরা পথহারা হবে না।" (আত-তারগীব ১/৭৯)

আর ইবনে মাসউদের হাদীস, যা ইবনে মাজাহ ও অন্যান্যরা বর্ণনা করেছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

« عَلَيْكُمْ بِالشِّفَاءَيْنِ : اَلْعَسَلِ وَالْقُرْآنِ »

"তোমরা যাবতীয় রোগ-ব্যাধির নিরাময়ে (চিকিৎসায়) দু'টো জিনিসকে আঁকড়ে ধর– মধু ও কুরআন।"

আর মধু সম্পর্কে যেমনটি আমরা জানি, এটি সে আল্লাহর সৃষ্টি, যিনি সবকিছু সূক্ষ্ম ও দৃঢ় করে বানিয়েছেন। তিনি মধু মক্ষিকার অন্তরে এমন অনুভূতি ঢেলে দিয়েছেন, সে যেন আল্লাহর সহজ করে দেওয়া রাস্তাসমূহে চলে হরেক রকমের ফল থেকে খাবার আহরণ করে অবশেষে আল্লাহর নির্দেশে এমন মধু তৈরি করে যাতে মানুষদের জন্যে সুস্থতা রয়েছে। যদি মধু, যা একটা সময়ের পর নষ্ট হয়ে যায় তার এমন নিরাময়কারী শক্তি থাকে এবং শক্তি উদ্যমতা আর রোগমুক্ততা দান করতে পারে, তাহলে শরীর মন এবং আত্মার উপর আল্লাহর কালামের কেমন শক্তি এবং প্রভাব হতে পারে? নিঃসন্দেহে সেটি রহমত এবং সুস্থতা ছাড়া আর কিছু নয়।

আর যেমনটি ইবনুল কাইয়্যেম আল যাউজিয়্যাহ তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ اَلطِّبُّ النَّبَوِيُّ -তে উপরিউল্লিখিত হাদীসের টীকায় বলেছেন, স্রষ্টাপ্রদত্ত আর মানবীয় চিকিৎসা, দৈহিক আর আত্মীক চিকিৎসা এবং আসমানী আর যমিনী চিকিৎসাকে একত্রিত করা হয়েছে এ হাদীসে।

হ্যাঁ, মানুষ যদি কুরআন এবং মধুর দ্বারা চিকিৎসা করে তাহলে সে দু'শক্তিকে একত্রিত করলো, আসমানী শক্তি আর যমিনী শক্তি, আর সবই আল্লাহর পক্ষ থেকে। তবে আল্লাহর কালাম (কুরআন) অধিক মহান ও শক্তিশালী। যাকে কুরআন সুস্থ করে না, তাকে আল্লাহ ছাড়া আর কেউ সুস্থ করতে পারবে না। মানুষ যদি কুরআনের সুস্থতা এবং তার ঔষধি শক্তির ব্যাপারে সন্দেহ করে তাহলে হতে পারে সে সুস্থ হতে চাইবে এমন কিছুর দ্বারা যাতে ফিৎনা রয়েছে। সে ক্ষেত্রে ইবলিস তাকে তার দীনের ব্যাপারে গোলকধাঁধায় ফেলে দেবে, তখন কুরআনের ব্যাপারে তার অন্তরে সন্দেহ দানা বাঁধবে। এমন ব্যক্তির সুস্থতা কখনো স্থায়ী হবে না, আর তার প্রতি কখনো রহম করা হবে না। কেননা, সে সর্বোৎকৃষ্টকে ছেড়ে দিয়েছে আর আঁকড়ে ধরেছে নিকৃষ্টকে। তবে এতে কোনো দোষ নেই যে, কুরআনের সাথে অন্যান্য ঔষধ এবং আল্লাহর বরকত ও তাঁর সুস্থতা কামনার দ্বারা চিকিৎসা করবে।

প্রিয়নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআনের দ্বারা স্বীয় নাফসকে যাবতীয় বিপদাপদ থেকে বাঁচার জন্যে রক্ষাকারী হিসেবে ব্যবহার করতেন, যাতে করে আল্লাহ তাআলা তাঁকে যাবতীয় রোগ-বালাই থেকে হেফাযত করেন।

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "প্রত্যেক রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বিছানায় যেতেন তখন তার হাতের তালুদ্বয়কে একত্রিত করে তাতে ফুঁ দিতেন আর-

﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾

[অর্থাৎ সূরা ইখলাস, ফালাক, ও নাস পড়তেন] অতঃপর দু'হাত দিয়ে শরীরের যতটুকু অংশ সম্ভব মুছতেন। মাথা থেকে শুরু করে তার চেহারা এবং শরীরের সামনের অংশে হাতের তালুদ্বয় বুলাতেন। তিনি তিনবার এ কাজটি করতেন।" (সহীহ বুখারী: ৬৩১২)

আবু ওবায়দা বিন ত্বালহা বিন মোছাররেফ বর্ণনা করেন, "বলা হয়, যখন অসুস্থ ব্যক্তির নিকট কুরআন পড়া হয়, এর কারণে সে কষ্টের লাঘবতা অনুভব করে।"

আবূ হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

"কোনো সম্প্রদায় আল্লাহর ঘরসমূহের কোনো ঘরে একত্রিত হয়ে কুরআন তিলাওয়াত করলে এবং পরস্পর কুরআন নিয়ে চর্চা করলে তাদের উপর আসমান থেকে প্রশান্তি অবতীর্ণ হয়। আল্লাহর রহমত তাদেরকে ঢেকে ফেলে, ফেরেশতারা তাদেরকে ঘিরে রাখে, আর আল্লাহ তাআলা তাঁর নিকট যারা রয়েছে (অর্থাৎ ফেরেশতারা) তাদের মাঝে এদেরকে নিয়ে আলোচনা করেন। (সহীহ মুসলিম: ২৬৯৯, সুনানে আবূ দাউদ: ৩৬৪৩)

প্রশান্তি আর রহমত অবতীর্ণ হওয়ার পর, ফিরিশতারা তাদেরকে ঘিরে রাখা আর তাদেরকে নিয়ে আল্লাহ তাআলার স্বপ্রশংস আলোচনার পর তাদের মধ্যে কোনো ব্যাধি থাকতে পারে?

সকল পবিত্রতা সেই সম্মানিত দাতা ও দানকারী সত্তার জন্যে, যিনি ওয়াদা করেছেন, তাঁর ওয়াদা সত্য। তিনি বলেছেন, তাঁর বলাও সত্য।

অতএব, কিভাবে কুরআন সুস্থতাদানকারী না হয়ে পারে? সে তো এমন কুরআন, তাকে যদি পাহাড়ের উপর নাযিল করা হতো তাহলে পাহাড় চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যেত, ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ত এবং তার মহাপরাক্রমশালী এক স্রষ্টা ও পালনকর্তার জন্যে নতশির হয়ে যেত।

নিঃসন্দেহে তিনি তাঁর রহমত এবং সম্মানিত কালামের বদৌলতে যেকোনো রোগ নিরাময় করে দেবেন। কেননা, তিনি কোনো জিনিসকে বলেন, كُنْ (হও) আর তখনি তা হয়ে যায়। এই ﴿كُنْ﴾ শব্দের চেয়েও অনেক বেশি বড় ও সম্মানিত হচ্ছে তাঁর ঐ কুরআন,

যার তিলাওয়াত দ্বারা আল্লাহর ইবাদত করা হয়। যা সৃষ্টির সেরা, আল্লাহর হাবীব, আমাদের সম্মানিত রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর অবতীর্ণ করা হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ لَوْ أَنزَلْنَا هَٰذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ﴾

"আমি যদি এ কুরআন কোনো পাহাড়ের ওপর নাযিল করতাম তাহলে আপনি দেখতেন যে, সে আল্লাহর ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে ফেটে চৌচির হয়ে গেছে।" (সূরা ৫৯; হাশর ২১)

আবু হোরায়রা (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে মারফু' সনদে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

« ما أَنْزَلَ اللهُ دَاءً إِلاَّ أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً »

"আল্লাহ এমন কোনো রোগ দেননি, অথচ তার জন্যে নিরাময়ের ব্যবস্থা রেখেছেন।" (সহীহ বুখারী: ৫৬৭৮)

আমাদের সকলেরই জানা যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে পূর্ব নির্ধারিত ফায়সালা ব্যতীত কোনো মানুষ রোগাক্রান্ত হয় না। হতে পারে তা তাকে যাচাই এবং পরীক্ষার জন্যে, তার গুণাহসমূহ মোচনের জন্যে অথবা তার কৃতকর্ম (যুলুম বা পাপের) শাস্তি স্বরূপ।

এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত ফায়সালা। শুরুতে এবং শেষে কখনই এ থেকে পালানোর সুযোগ নেই। না! আল্লাহ না চাইলে রোগী কখনও সুস্থ হবে না। তিনিই আসমান থেকে রোগ নামিয়েছেন এবং এর সাথে এর ঔষধও নাযিল করেছেন। সকল পবিত্রতা আল্লাহরই জন্যে, সবার আগে এ কুরআন হচ্ছে সুস্থতা এবং রোগ মুক্তির গোপন ভেদ আর মহৌষধ। আল্লাহর পক্ষ থেকে একে মানুষের জন্যে রহমত আর সম্মানিত নিরাময় হিসেবে নাযিল করা হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّرَحْمَةٌ ﴾

"আর আমি কুরআনে যা কিছু নাযিল করি তা হচ্ছে (তাদের রোগের) উপশমকারী ও রহমত।" (সূরা ১৭; বনী ইসরাঈল ৮২)

যে কুরআনকে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা নাযিল করেছেন, তার চেয়ে মর্যাদাবান কোনো কিছু কি পাওয়া যাবে? এটি তাঁর মহান কালাম, তিনিই তার নির্দেশে তাকদীর পরিবর্তন করতে পারেন। রোগ তাঁর নির্ধারণেই হয়েছে। আবার তিনিই কুরআনের বরকতে স্বীয় ক্ষমতায় রোগীকে সুস্থ করে দেবেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ مَآ اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ نَّبْرَاَهَا ۭ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَي اللّٰهِ يَسِيْرٌ ﴿٢٢﴾ لِّكَيْلَا تَاْسَوْا عَلٰي مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوْا بِمَآ اٰتٰىكُمْ ۭ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرِ ﴿٢٣﴾ ﴾

"(সামগ্রিকভাবে গোটা) দুনিয়ার ওপর কিংবা (ব্যক্তিগতভাবে) তোমাদের ওপর যখনি কোনো বিপর্যয় আসে, তাকে অস্তিত্ব দান করার (বহু) আগেই তা (ও তার বিবরণ) একটি গ্রন্থে লেখা থাকে, আর আল্লাহ তাআলার জন্যে এ কাজ অত্যন্ত সহজ, (আগেই লিখে রাখার এ ব্যবস্থা এ জন্যেই রাখা হয়েছে) যাতে করে তোমাদের কাছ থেকে যাকিছু (সুযোগ-সুবিধা) হারিয়ে গেছে তার জন্যে তোমরা আফসোস না করো এবং তিনি তোমাদের যা কিছু দিয়েছেন তাতেও যেন তোমরা বেশি হর্ষোৎফুল্ল না হও; আল্লাহ তাআলা এমন সব লোকদের ভালোবাসেন না যারা ঔদ্ধত্য ও অহংকার প্রদর্শন করে।" (সূরা ৫৭; হাদীদ ২২-২৩)

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন,

﴿ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُۥٓ أَنِّى مَسَّنِىَ ٱلضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّٰحِمِينَ ﴿٨٣﴾ فَٱسْتَجَبْنَا لَهُۥ فَكَشَفْنَا مَا بِهِۦ مِن ضُرٍّ وَءَاتَيْنَٰهُ أَهْلَهُۥ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَٰبِدِينَ ﴿٨٤﴾ ﴾

"(স্মরণ করো) যখন আইয়ুব তার মালিককে ডেকে বলেছিল (হে আল্লাহ), আমাকে এক কঠিন অসুখে পেয়ে বসেছে, (আমায় তুমি) নিরাময় করো, (কেননা) তুমিই হচ্ছো দয়ালুদের সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু। অতঃপর আমি তার ডাকে সাড়া দিলাম, তাকে (যে শুধু) তার পরিবার-পরিজনই ফিরিয়ে দিলাম (তা নয়); বরং তাদের (সবাইকে) আমার কাছ থেকে বিশেষ দয়া এবং আমার বান্দাদের জন্যে উপদেশ হিসেবে আরো সমপরিমাণ (অনুগ্রহ) দান করলাম।" (সূরা ২১; আম্বিয়া ৮৩-৮৪)

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন,

﴿ وَٱذْكُرْ عَبْدَنَآ أَيُّوبَ ۘ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُۥٓ أَنِّى مَسَّنِىَ ٱلشَّيْطَٰنُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ ﴾

"(হে নবী!) তুমি আমার বান্দা আইয়ুবের কথা স্মরণ করো। যখন সে তার মালিককে ডেকে বলেছিলো (হে আল্লাহ), শয়তান তো আমাকে যন্ত্রণা ও কষ্টে ফেলে দিয়েছে।" (সূরা ৩৮; সোয়াদ ৪১)

আল্লাহ তাআলা আরো বলেন,

﴿ ٱذْهَبُوا۟ بِقَمِيصِى هَٰذَا فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجْهِ أَبِى يَأْتِ بَصِيرًا ۖ وَأْتُونِى بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ ﴾

"(এখন) তোমরা (বরং) আমার গায়ের এ জামাটি নিয়ে যাও এবং একে আমার পিতার মুখমণ্ডলের ওপর রেখো, (দেখবে) তিনি তার দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবেন, অতঃপর তোমরা তোমাদের সমগ্র পরিবার-পরিজনদের নিয়ে আমার কাছে চলে এসো।" (সূরা ১২; ইউসুফ ৯৩)

আল্লাহর কুদরতের উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসের বরকতে ইউসুফ (আ) তার ভাইদের নির্দেশ দিয়েছেন। তারা যেন ঐ জামা যা একদিন মিথ্যা অপবাদের বিরুদ্ধে (অথচ তিনি ছিলেন নির্দোশ) সাক্ষী ছিল। আর আজকে তা নিদর্শন এবং প্রমাণস্বরূপ বিদ্যমান তাদের পিতা ইয়াকুব (আ)-এর চেহারার উপর ঢেলে দেয়; নির্দেশ মোতাবেক যখন জামাটি ইয়াকুব (আ)-এর চেহারার উপর রাখা হলো। আল্লাহর এক অলৌকিক ক্ষমতা বলে ইয়াকুব (আ) তখন দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেলেন। পাবেন না কেন? এতো আল্লাহর কালাম, যা চিরভাস্বর, কখনো লয় প্রাপ্ত হবে না। আর ইউসুফ (আ)-এর জামা তো পুরনো হবে। এতদসত্ত্বেও এ জামা আল্লাহর কুদরত এবং তাঁর ইচ্ছায় ইয়াকুব (আ)-এর অন্ধত্ব থেকে মুক্তির কারণ হয়েছে। সুতরাং, করুণাময় আল্লাহর কালাম যে সকল রোগের চিকিৎসা। একে অসম্ভব মনে করা বা বিস্ময় প্রকাশ করার কিছুই নেই।

আমরা তো এও জানি যে, কালোজিরাকে আল্লাহ তাআলা সকল রোগের নিরাময়কারী হিসেবে সৃষ্টি করেছেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী,

« عَلَيْكُمْ بِهٰذِهِ الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ فَإِنَّ فِيْهَا شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلاَّ السَّامَ »

তোমরা এ কালোজিরাকে গ্রহণ করবে। কেননা, এতে মৃত্যু ছাড়া সকল রোগের চিকিৎসা রয়েছে। (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)

অতএব, কোনো সন্দেহ নেই; বরং নিশ্চিত, অকাট্য এবং পূর্ণ বিশ্বাস সহকারে বলা যাবে যে, দয়াময় আল্লাহর কালাম কুরআন মানুষের যাবতীয় প্রকাশ্য ও গোপন; দৈহিক ও মানসিক ব্যাধিসমূহের জন্যে সুস্থতা।

আর আমি অকাট্যভাবে এ সিদ্ধান্ত দিতে পারি যে, আল্লাহ তাআলার বাণী,

﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ ﴾

"আর আমি কুরআনে যা কিছু নাযিল করি তা হচ্ছে (তাদের রোগের) উপশমকারী ও রহমত।" (সূরা ১৭; বনী ইসরাঈল ৮২)

দ্বারা যে বিষয়টি প্রমাণিত তথা কুরআন মুমিনদের জন্যে শেফা ও রোগমুক্তির মাধ্যম– এতে যে সন্দেহপোষণ করবে, নিঃসন্দেহে সে সত্যকে অস্বীকারকারী আর আল্লাহর কিতাবকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারী।

আল্লাহর জন্যে সকল পবিত্রতা, شِفَاء এবং رَحْمَة এ দুটি শব্দ নিয়ে যে গবেষণা করবে, সে অনুধাবন করতে পারবে যে, সুস্থতার জন্যে রহমত জরুরি। কেননা, হতে পারে একজন রোগী রোগমুক্ত হলো। কিন্তু সম্ভাবনা আছে যে, রোগ তাকে পুনরায় আক্রমণ করবে। অথবা সুস্থ হবে, কিন্তু একেবারে কাহিল হয়ে পড়বে বা শরীরের অন্যকোনো অঙ্গ খারাপ হয়ে যাবে আর মনের শান্তি নষ্ট করে দেবে। পক্ষান্তরে কুরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমত এবং নিরাময় নিয়ে আসে, যাতে করে রোগী আল্লাহর বরকতে যন্ত্রণা থেকে পরিপূর্ণভাবে আরাম বোধ করে।

ইবনুল কাইয়্যেম বলেন, মানসিক ও শারীরিক, দুনিয়া এবং আখিরাতের যাবতীয় রোগ-ব্যাধির পরিপূর্ণ চিকিৎসা হচ্ছে আল কুরআন। তবে এ থেকে নিরাময় লাভের তাওফীক সবাইকে দেওয়া হয় না। আর সবাই এর উপযুক্তও নয়। রোগী সততা, আস্থা, পরিপূর্ণ কবুল, অকাট্য বিশ্বাস এবং এর যাবতীয় শর্ত পূরণের মাধ্যমে যদি এ কুরআনকে উত্তমভাবে তার রোগের উপর প্রয়োগ করে তাহলে কোনো ব্যাধিই কখনো এর মোকাবিলা করতে পারবে না। কিভাবে রোগ-ব্যাধি আসমান-যমিনের মালিকের ঐ কথার মোকাবিলা করবে, যা তিনি পাহাড়ের উপর নাযিল করলে পাহাড়কে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিত? যমিনের উপর নাযিল করলে যমিনকে বিদীর্ণ করে দিত? সূতরাং শরীর ও মনের এমন কোনো রোগ নেই অথচ আল কুরআনে তার চিকিৎসার পথ দেখানো আছে, এর প্রতিকার এবং তা থেকে বেঁচে

থাকার ব্যবস্থা রয়েছে। যাকে আল্লাহ তাআলা তাঁর কিতাবের বুঝ দান করেছেন, সে-ই কেবল এ থেকে সার্বিক সুস্থতা লাভ করে ধন্য হয়।

কুরআন যাকে নিরাময় করবে না, আল্লাহও তাকে নিরাময় করবে না। আর যার জন্যে কুরআন যথেষ্ট নয়, আল্লাহও তার জন্যে যথেষ্ট হবেন না। (যাদুল মা'আদ ইবনুল কাইয়্যেম খণ্ড-২, পৃ. ১৭৮-১৭৯)

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ وَلَوْ جَعَلْنٰهُ قُرْاٰنًا اَعْجَمِيًّا لَّقَالُوْا لَوْلَا فُصِّلَتْ اٰيٰتُهٗ ؕ ءَاَعْجَمِيٌّ وَّعَرَبِيٌّ ؕ قُلْ هُوَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هُدًى وَّشِفَآءٌ ؕ وَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ فِيْٓ اٰذَانِهِمْ وَقْرٌ وَّهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى ؕ اُولٰٓئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَّكَانٍۭ بَعِيْدٍ ﴾

"আমি যদি এ কুরআন (আরবী ভাষার বদলে) আজমী (অনারব ভাষায়) বানাতাম, তাহলে এরা বলতো, কেন এর আয়াতগুলো (আমাদের ভাষায়) পরিষ্কার করে বর্ণনা করা হলো না (তারা বলতো, এ কি আজব ব্যাপার); এটা (নাযিল করা হয়েছে) আজমী (ভাষায়), অথচ এর বাহক হচ্ছে আরবী; (হে রসূল,) আপনি বলুন, তা (গোটা কুরআন) হচ্ছে (মূলত) ঈমানদারদের জন্যে হেদায়াত (গ্রন্থ) ও (মানুষের যাবতীয় রোগ-ব্যাধির) নিরাময়; কিন্তু যারা (এর ওপর) ঈমান আনে না তাদের কানে (বধিরতার) ছিপি আঁটা আছে, (তাই) কুরআন তাদের ওপর (যেন) একটি অন্ধকার (পর্দা, এ কারণেই সত্য কথা শোনা সত্ত্বেও তারা এর সাথে এমন আচরণ করে); যেন তাদের অনেক দূর থেকে ডাকা হচ্ছে (তাই কিছুই বুঝতে পাচ্ছে না)। (সূরা ৪১; হা-মীম আস সাজদা ৪৪)

***

রোগ থেকে বেঁচে থাকা চিকিৎসার চেয়ে উত্তম

সব ধরনের না হলেও অনেক ব্যাধিই শয়তানের কারণে হয়ে থাকে, কেননা শয়তানই হচ্ছে অনিষ্টতার অগ্নিগর্ভ আর ফাসাদের কূপ। যে সকল রোগের মূল কারণ শয়তান, তার মধ্যে কিছু রয়েছে মানসিক, যেমন: মৃগী রোগ, হিংসা, যাদু। আর কিছু রয়েছে দৈহিক। যেমন: প্যারালাইসিস, শ্বেত বিক্ষিপ্ত শুভ্রতা, ফোঁড়া, মস্তিষ্ক বিকৃতি, এইডস ইত্যাদি। যদিও বাহ্যিকভাবে এগুলো রোগজীবাণু ভাইরাস-এর সংক্রমণে হয়ে থাকে। তবে তার গোড়াতে রয়েছে শয়তান, সে-ই মূলত এ জাতীয় বিষাক্ত জীবাণু ছড়িয়ে দেয়।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ وَاذْكُرْ عَبْدَنَآ اَيُّوْبَ ۘ اِذْ نَادٰى رَبَّهٗٓ اَنِّىْ مَسَّنِىَ الشَّيْطٰنُ بِنُصْبٍ وَّعَذَابٍ ﴾

"(হে নবী!) আপনি আমার বান্দা আইয়ুবের কথা স্মরণ করুন। যখন সে তার মালিককে ডেকে বলেছিলো (হে আল্লাহ), শয়তান তো আমাকে যন্ত্রণা ও কষ্টে ফেলে দিয়েছে।" (সূরা ৩৮; সোয়াদ ৪১)

نُصْبٌ অর্থ রোগ আর عَذَابٌ হচ্ছে ঐ কষ্ট যা রোগের তীব্রতায় সৃষ্টি হয়, আর এর কারণ হচ্ছে শয়তানের স্পর্শ, শয়তানই যেন রোগবালাই এর মূল উৎস। মানুষের প্রতি হিংসা এবং প্রতিশোধ স্পৃহায় পাগলপারা হয়ে সে তাদের মাঝে স্পর্শ ও অন্যান্য পদ্ধতিতে রোগজীবাণু ছড়িয়ে দেয়।

এ কারণে যে ব্যক্তি রোগের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা, নিষ্কৃতি ও মুক্তি চায় তার জন্যে অতীব জরুরী হলো শয়তানকে নিজের মন এবং শরীর থেকে দূরে রাখা। আর আয়াতুল কুরসী'র মাধ্যমেই তা সম্ভব। কেননা, আবূ হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, হাদীসে এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তুমি যখন তোমার বিছানায় ঘুমাতে যাবে তখন আয়াতুল কুরসী পড়।

তাহলে গোটা সময় আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমার উপর হেফাযতকারী থাকবে। সকাল পর্যন্ত কোনো শয়তান তোমার নিকট আসতে পারবে না। (সহীহ বুখারী: ৩২৭৫)

﴿ اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ۚ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ۭ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۭ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗٓ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ۭ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖٓ اِلَّا بِمَا شَاۗءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ۚ وَلَا يَـــُٔـــوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ﴾

"মহান আল্লাহ তিনি ছাড়া কোনো সত্য মাবুদ নেই, তিনি চিরঞ্জীব অনাদি সত্তা, ঘুম তো দূরের কথা সামান্য তন্দ্রাও তাকে আচ্ছন্ন করে না। আসমান ও যমিনে যা কিছু আছে এর একচ্ছত্র মালিক একমাত্র তিনি। এমন কে আছে, যে তাঁর নিকট বিনা অনুমতিতে সুপারিশ করবে? তাদের বর্তমান, ভবিষ্যৎ ও অতীতের সবকিছুই তিনি জানেন। তারা তাঁর জ্ঞানের কোনো কিছুই নিজস্ব পরিসীমার আওতাধীন করতে পারে না। তবে কিছু জ্ঞান যদি তিনি কাউকে দান করতে চান (তাহলে সেটি ভিন্ন কথা)। তাঁর বিশাল সাম্রাজ্য আসমান-যমিনের সবকিছুই পরিবেষ্টন করে আছে। এ দু'য়ের হেফাযত করার কাজ কখনো তাঁকে পরিশ্রান্ত করে না। আর তিনিই মহাপরাক্রমশালী ও অসীম মর্যাদাবান।" (সূরা ২; বাকারা ২৫৫)

بِسْمِ اللّٰهِ (বিসমিল্লাহ)-এর মর্যাদাও অনুরূপ। যাবের (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

« إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَذَكَرَ اسْمَ اللهِ تَعَالَى حِيْنَ يَدْخُلُ وَحِيْنَ يَطْعَمُ، قَالَ الشَّيْطَانُ: لاَ مَبِيْتَ لَكُمْ وَلاَ عَشَاءَ هٰهُنَا، وَإِنْ دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ عِنْدَ دُخُوْلِهِ، قَالَ الشَّيْطَانُ: أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيْتَ، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرِ اللهَ عِنْدَ مَطْعَمِهِ، قَالَ: أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيْتَ وَالْعَشَاءَ »

"যখন কেনো ব্যক্তি তার ঘরে প্রবেশ করতে আসে এবং বিসমিল্লাহ বলার মাধ্যমে প্রবেশ করে আর বিসমিল্লাহ বলে খাবার গ্রহণ করে, তখন শয়তান (তার দলবলকে) বলে, তোমাদের জন্যে এখানে রাত কাটানোর সুযোগ নেই এবং রাতের খাবারও নেই। আর যদি আল্লাহর নাম স্মরণ না করে ঘরে প্রবেশ করে তখন শয়তান বলে, রাতকাটানোর সুযোগ পেয়ে গেলে, খাবারের সময় লোকটি যদি বিসমিল্লাহ না বলে, তখন শয়তান বলে, রাত কাটানোর এবং রাতের খাবার খাওয়ার সুযোগ পেয়ে গেলে।" (সহীহ মুসলিম: ২০১৮)

এভাবেই ﴿ بِسْمِ اللّٰهِ ﴾ (বিসমিল্লাহ)-এর বরকতে মানুষ নিজের নফস, পরিবার পরিজন এবং স্বীয় ঘরকে যাবতীয় বিপদ এবং রোগ-ব্যাধি থেকে রক্ষা করতে পারবে। যে কথাটির দ্বারা ﴿ بِسْمِ اللّٰهِ ﴾ (বিসমিল্লাহ) আল্লাহ তাআলার কিতাব শুরু করা হয়েছে, তা কত না সুন্দর, বড় ও মহান।

আবূ হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

« لاَتَجْعَلُوْا بُيُوْ تَكُمْ مَقَا بِرَ، إِنَّ الشَّيْطَانَ يفِرُّ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِىْ يُقْرَأُ فِيْهِ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ »

"তোমরা তোমাদের ঘরগুলোকে কবর বানিও না; শয়তান ঐ ঘর থেকে পালিয়ে যায়, যে ঘরে সুরাতুল বাকারা তিলাওয়াত করা হয়।" (সহীহ মুসলিম: ৭৮০১)

আবদুল্লাহ বিন হাবীব থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (আমাকে) বলেছেন, বল। আমি বললাম, কী বলব? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ﴿ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ﴾ [সূরা ইখলাছ] এবং মুআউয়েযাতাইন [সূরা ফালাক ও নাস] সকাল সন্ধ্যায় তিনবার বল। তাহলে এটি তোমার সবকিছুর জন্যেই যথেষ্ট হয়ে যাবে।" (জামে তিরমিযী: ৩৫৭৫)

উকবা (রা) থেকে বর্ণিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "হে উকবা! আমি কি তোমাকে সঠিক ও সর্বোত্তম দু'টি সূরা শেখাব না? সূরা দু'টি হলো, সূরা ফালাক ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴾ আর সূরা নাস ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴾

"হে উকবা! এ দু'টি সূরা পড়, যখন তুমি ঘুমাতে যাও আবার ঘুম থেকে উঠ। এ দু'টি সূরার সমতুল্য কোনো সূরা দিয়ে কখনো কোন আবেদনকারী আবেদন করেনি, কোনো আশ্রয়প্রার্থী আশ্রয় চায়নি।" (সুনানে আহমদ: ৪/১৫৩, সুনানে নাসাঈ: ৮/২৫৩)

কেননা, এ দু'টি সূরা শয়তানকে তাড়িয়ে দেয়। আল্লাহর রহমতকে টেনে আনে, আর শরীরকে সুস্থতা এবং প্রশান্তি দ্বারা ভরে দেয়।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সত্য বলেছেন,

﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴿٩٨﴾ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٩٩﴾ ﴾

"অতঃপর তোমরা যখন কুরআন পড়তে শুরু করবে তখন বিতাড়িত শয়তান (-এর ওয়াসওয়াসা) থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাও। যারা (আল্লাহর ওপর) ঈমান আনে এবং (যাবতীয় কার্যকলাপে) তাদের মালিকের ওপর ভরসা করে, তাদের ওপর (শয়তানের) কোনোই আধিপত্য নেই।" (সূরা ১৬; নাহল ৯৮-৯৯)

ঠিকই! কারণ ইবলিসই হচ্ছে, মানুষের দুর্ভাগ্য, রোগব্যাধি এবং যাবতীয় নৈরাশ্যের মূল। যখনই মানুষ এ অভিশপ্ত শত্রু থেকে মহান আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাইবে এবং একনিষ্ঠতা, বিশ্বাস ও সততার সাথে তার ওপর তাওয়াক্কুল করবে, তখন যত্ন ও হেফাযতের দ্বারা আল্লাহর রহমত তাকে বেষ্টন করে নেবে এবং তার জন্যে সুস্থতা সহজ হয়ে যাবে।

কুরআন সুস্থতা এবং রোগমুক্তির কারণ হবে না কেন? আল্লাহর প্রিয় রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাকুতি-মিনতি সহকারে কুরআনের বরকতের দোহাই দিয়ে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা

করেছেন, যাতে কুরআন তাঁর হৃদয়ের বসন্ত, অন্তরের আলো, চিন্তা থেকে মুক্তি আর পেরেশানি অপসারণের কারণ হয়ে যায়।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "কোনো বান্দাকে যদি বিপদ বা পেরেশানি পেয়ে বসে আর সে বলে,

« اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ عَبْدُكَ, وابْنُ عَبْدِكَ, وَابْنُ أَمَتِك، نَاصِيتِي بِيَدِكَ، مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ عَدْلٌ فِيَّ قَضَا ؤُكَ, أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اِسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِي كِتَا بِكَ أَوْعَلَّمْتَهُ أَحَداً مِنْ خَلْقِكَ أَوَاسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِيْ عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْ آنَ الْكَرِيْمَ رَبِيْعَ قَلْبِيْ ونُورَ صَدْرِي وَجَلاَءَ حُزْنِيْ وَذَهَابَ هَمِّيْ ... إِلاَّ أَذْهَبَ اللهُ عَنْهُ هَمَّه وحُزْنَهُ وأَبْدَلَهُ مَكَا نَهُ فَرَ جاً»

তখনি আল্লাহ তার চিন্তা এবং পেরেশানিকে দূর করে দেবেন এবং এর স্থলে প্রশস্ততা ও প্রশান্তি দান করবেন।" (সহীহুল কালেমিত তাইয়্যেব লি-ইবনে তাইমিয়্যাহ)

হাদীসে বর্ণিত দু'আটির অর্থ হচ্ছে, হে আল্লাহ আমি আপনার বান্দা, আপনার (এক) বান্দা ও (এক) বান্দীর সন্তান, আমার (সম্মুখ ভাগের চুলের গোছা) আপনার হাতে, আমার ব্যাপারে আপনার নির্দেশ চূড়ান্ত (কার্যকর)। আপনার ফায়সালা (বিচার) সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত। আপনার ঐ সকল (গুণবাচক) নাম যা দিয়ে আপনি আপনার নাম রেখেছেন। অথবা আপনার কিতাবে অবতীর্ণ করেছেন। অথবা আপনার সৃষ্টির কাউকে শিখিয়েছেন অথবা (কাউকে না জানিয়ে) আপনার নিকট অদৃশ্যের ইলমের মধ্যে সংরক্ষিত রেখেছেন, এসব কিছুর দোহাই দিয়ে আপনার নিকট প্রার্থনা করছি যে, আপনি কুরআনে কারীমকে আমার হৃদয়ের বসন্ত, অন্তরের আলো, চিন্তা থেকে মুক্তি, আর যাবতীয় পেরেশানি থেকে বাঁচার কারণ বানিয়ে দিন।

যাবতীয় রোগ এবং দিবা-রাত্রিতে আত্মপ্রকাশকারী সব ধরনের ক্ষতিকারক বিষয় থেকে বাঁচার উপকরণসমূহের মধ্যে আল্লাহর বেশি বেশি যিকর অন্যতম।

আল্লাহ তাআলার বাণী,

﴿ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴾

"জেনে রেখো, আল্লাহর যিকিরেই অন্তরসমূহ প্রশান্তি লাভ করে।" (সূরা ১৩; রা'দ ২৮)

অন্তরসমূহ যখন প্রশান্তি লাভ করে, বক্ষসমূহ তখন উন্মুক্ত হয়ে যায়, আত্মাসমূহ শান্ত হয়, শরীর শক্তিশালী হয়ে ওঠে। আর আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষের উপর তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত থাকে। কেননা, যে আল্লাহর সাথে রয়েছে, আল্লাহও তার সাথে রয়েছেন। কিভাবে রোগ-ব্যাধি ঐ ব্যক্তির উপর চড়াও হওয়ার সাহস করতে পারে, আসমান ও যমিনের চিরস্থায়ী সত্তা যার হেফাযতে রয়েছেন?

কিন্তু আল্লাহর যিকির এবং আনুগত্য থেকে উদাসীন, স্বীয় প্রবৃত্তির লোভনীয় বস্তুসমূহে ডুবন্ত, মূল্যহীন দুনিয়ার প্রাচুর্যের প্রতি আকৃষ্ট ব্যক্তি, তার ব্যাপারে তো মহান আল্লাহ সত্য বলেছেন,

﴿ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ﴾

"যে ব্যক্তি দয়াময় (আল্লাহ তাআলা)-এর স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, আমি তার জন্যে একটি শয়তান নিয়োজিত করে দেই, অতঃপর সে-ই (সর্বক্ষণ) তার সাথি হয়ে থাকে।" (সূরা ৪৩; যুখরুফ ৩৬)

নিঃসন্দেহে এটিই হচ্ছে, আল্লাহর ইনসাফ, পবিত্র সৎ লোকেরা যেন পাপিষ্ঠ অসৎ লোকদের সমান না হয়।

সাধারণত এ কারণেই আমরা দেখতে পাই যে, মানুষদের মধ্যে নেককার লোকেরা দৈহিক দিক থেকে সুস্থ-সবল আর চেহারার দিক থেকে উজ্জ্বল চেহারার অধিকারী হয়ে থাকে। জ্ঞানীদের একজনকে এর রহস্য সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি উত্তরে বলেন, "কেননা তারা রোযা, তাহাজ্জুদ এবং তাকওয়ার দ্বারা দয়াময় আল্লাহর সাথে একান্তে একাকী হয়েছে, আল্লাহ তখন তাদেরকে স্বীয় নূর থেকে পরিয়ে দিয়েছেন।

***

অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি শর্ত

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۙ وَلَا يَزِيْدُ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا خَسَارًا ﴾

"আমি কুরআনে যাকিছু নাযিল করি তা হচ্ছে ঈমানদারদের জন্যে (তাদের রোগের) উপশমকারী ও রহমত, কিন্তু এ সত্ত্বেও তা যালিমদের জন্যে ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই বৃদ্ধি করে না।" (সূরা ১৭; বনী ইসরাঈল ৮২)

এ মহিমান্বিত আয়াতে কারীমাটি নির্ধারিত করে দিচ্ছে যে, কুরআন থেকে রহমত ও সুস্থতা লাভ করবে এমন একটি দল, যে দলের সদস্যরা কুরআনপন্থী, এতে বিশ্বাস স্থাপনকারী এবং কুরআনের বিধান মোতাবেক আমলকারী। কিন্তু যারা এ কুরআনের উপর ঈমান আনেনি, কিভাবে কুরআন তাদের উপকার করবে? অথচ তারা এ কুরআনকে অস্বীকার করছে, ছেড়ে দিচ্ছে, অথবা ইসলামের দাবিদার হয়েও তারা এ কুরআনকে পরিত্যাগ করেছে।

আল কুরআনে এসেছে, সেদিন রাসূল (স) বলবেন,

﴿ يٰرَبِّ اِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوْا هٰذَا الْقُرْاٰنَ مَهْجُوْرًا ﴾

"হে আমার রব! অবশ্যই আমার জাতি এ কুরআনকে একটি পরিত্যাজ্য বিষয় মনে করেছিল।" (সূরা ২৫; ফুরকান ৩০)

ইবনুল কাইয়্যেম বলেন, কুরআনকে পরিত্যাগকারীর কয়েকটি প্রকার রয়েছে– (১) কুরআন তিলাওয়াত শোনাকে পরিহার করা, (২) এর উপর ঈমান আনয়নকে পরিহার করা এবং (৩) কুরআন দিয়ে শাসনকার্য পরিচালনা করা এবং বিচার-ফায়সালায় কুরআনের দ্বারস্থ হওয়াকে পরিহার করা।

ইরশাদ হচ্ছে,

﴿ وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ ﴾

"আর যারা আল্লাহর নাযিল করা আইন অনুযায়ী বিচার-ফায়সালা করে না, তারাই হচ্ছে কাফির।" (সূরা ৫; মায়িদা ৪৪)

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, কঠিন পাথর বৃষ্টির পানিকে গ্রহণ করে না, আর কুরআন হচ্ছে, যমিনের জন্যে আসমানের পানি। কাফেরদের অন্তরসমূহকে উদাসিনতা, অস্বীকার, ঘৃণা, মুনাফেকী ও বিমুখতার দ্বারা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তুমি যদি দরজা না খোল তাহলে কিভাবে কল্যাণের দিকে আহ্বানকারী তোমার দরজার কড়া নাড়াবে? এমতাবস্থায় সে তো তোমাকে ছেড়ে ঐ ব্যক্তির নিকট যাবে, যে তার অন্তরকে তার জন্যে খুলে দেবে আর সে নূর, হেদায়াত ও সুস্থতার দ্বারা ঐ অন্তরকে ভরে দেবে।

এ জন্যেই আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ ﴾

"হে রাসূল! আপনি বলুন, কুরআন ঈমানদারদের জন্যে হেদায়াত এবং নিরাময়।" (সূরা ৪১; ফুসসিলাত ৪৪)

তিনি আরো বলেন,

﴿ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى ﴾

"আর যারা বেঈমান, তাদের কর্ণকুহরে রয়েছে ছিপি, যা তাদের উপর অন্ধত্বের মতো চেপে বসে আছে।" (সূরা ৪১; ফুসসিলাত ৪৪)

সুতরাং, যে ব্যক্তি সন্দেহ পোষণ করে যে, কুরআন তাকে সুস্থ নাও করতে পারে এবং সে কুরআনের দ্বারা চিকিৎসা করার ক্ষেত্রে দোদুল্যমান অবস্থায় থাকে, সে তো আস্থাহীনতায় ভুগছে। ফলশ্রুতিতে সে তার রবের উপর কু-ধারণা করছে, কাজেই সে তো বঞ্চিত হবেই। কারণ, সে নিজেই নিজেকে বঞ্চিত করেছে এবং তার নিকট বিশ্বাস জমেছে ইয়াহুদী-খ্রিস্টান, মূর্তিপূজক ও নাস্তিকদের চিকিৎসার উপর। কিন্তু প্রভুর দেওয়া কুরআনিক চিকিৎসা তার দৃষ্টিতে

(নাউযুবিল্লাহ) সেকেলে অথবা সন্দেহযুক্ত। এটিই হচ্ছে সবচেয়ে বড় অজ্ঞতা ও মূর্খতা এবং আল্লাহর আয়াতসমূহের ব্যাপারে বোকামি। এ কারণে বলা যায় যে, সে বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত নয়। কাজেই কুরআন তাকে নিরাময় দান করবে না। আর এ কথা তো কুরআনই বলে দিয়েছে,

﴿ وَالَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ فِيْٓ اٰذَانِهِمْ وَقْرٌ وَّهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى ﴾

"আর যারা বেঈমান তাদের কর্ণকুহরে রয়েছে ছিপি, যা তাদের উপর অন্ধত্বের মতো চেপে বসে আছে।" (সূরা ৪১; ফুসসিলাত ৪৪)

***

আল কুরআনে আয়াতে শিফা
(নিরাময়ের আয়াতসমূহ)

শায়খ আবুল কাসেম আল কুশাইরী থেকে বর্ণিত, একবার তার সন্তান মারাত্মক ব্যাধিতে আক্রান্ত হলো। তিনি বলেন, তার সুস্থতার ব্যাপারে আমি নিরাশ হয়ে গিয়েছিলাম। বিষয়টি আমার উপর খুব কঠিন বা যন্ত্রণাদায়ক হয়ে গেল। তখন আমি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে স্বপ্নে দেখলাম এবং আমার সন্তানের অসুস্থতার বিষয়ে তাঁর নিকট বললাম। তখন তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, "আয়াতুশ শেফার ব্যাপারে তুমি কোথায়? অর্থাৎ এগুলো দিয়ে আমল বা চিকিৎসা কর না কেন?" তখন আমি ঘুম থেকে জেগে উঠলাম এবং আয়াতগুলো নিয়ে চিন্তা বা তালাশ করে দেখলাম, আল্লাহর কিতাবের ৬টি স্থানে সেগুলো রয়েছে। আর তা হলো,

﴿ وَيَشْفِ صُدُوْرَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ ﴾

"আর তিনি মুমিন সম্প্রদায়ের বক্ষসমূহ নিরাময় করে দেবেন।" (সূরা ৯; তাওবা ১৪)

﴿ وَشِفَآءٌ لِّمَا فِي الصُّدُوْرِ ۙ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ﴾

"(এ কিতাব) মানুষের অন্তরে যেসব ব্যাধি রয়েছে তার নিরাময় এবং মুমিনদের জন্যে হেদায়াত ও রহমত।" (সূরা ১০; ইউনুস ৫৭)

﴿ يَخْرُجُ مِنْ بُطُوْنِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ فِيْهِ شِفَآءٌ لِّلنَّاسِ ﴾

"এভাবে তার (মৌমাছির) পেট থেকে বিভিন্ন রঙের পানীয় বের হয়, যার মধ্যে মানুষের নিরাময়ের ব্যবস্থা রয়েছে।" (সূরা ১৬; নাহল ৬৯)

﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ﴾

"আমি কুরআনে যা কিছু নাযিল করি তা হচ্ছে ঈমানদারদের জন্যে (তাদের রোগের) উপশমকারী ও রহমত।" (সূরা ১৭; বনী ইসরাঈল ৮২)

﴿ وَاِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِ ﴾

"আমি যখন অসুস্থ হই, তখন তিনিই (আল্লাহ) আমাকে সুস্থতা দান করেন।" (সূরা ২৬; শুআরা ৮০)

﴿ قُلْ هُوَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هُدًى وَّشِفَآءٌ ﴾

"(হে রাসূল!) আপনি বলুন, কুরআন ঈমানদারদের জন্যে হেদায়াত ও নিরাময়।" (সূরা ৪১; ফুসসিলাত ৪৪)

তিনি বললেন, আমি উক্ত আয়াতগুলো একটি কাগজে লিখলাম। অতঃপর কাগজটিকে পানি দ্বারা ধৌত করলাম এবং তাকে পান করালাম। এতে সে রোগ থেকে এমনভাবে স্বস্তি লাভ করল, যেভাবে কোনো জীবজন্তুকে তার বাঁধন খুলে দিলে স্বস্তি লাভ করে।

***

কতিপয় সূরা ও আয়াতের ফযিলত

সূরা ফাতেহার ফযিলত

আনাস (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

« أَفْضَلُ الْقُرْآنِ ﴿اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ﴾ »

আল কুরআনের সর্বশ্রেষ্ঠ সূরা হচ্ছে সূরা আল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন। (অর্থাৎ সূরা ফাতিহা)[১]

সূরা বাকারার ফযিলতসমূহ

ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

« اِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ سِنَاماً وَسِنَامُ الْقُرْاٰنِ الْبَقَرَةُ, وَاِنَّ الشَّيْطَانَ اَذَا سَمِعَ سُوْرَةَ الْبَقَرَةِ خَرَجَ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِيْ تُقْرَأُ فِيْهِ وَلَهُ ضُرَاطٌ »

"প্রত্যেক জিনিসের চূড়া (শীর্ষ স্থান) থাকে, আর কুরআনের চূড়া হচ্ছে 'আল বাকারা'। শয়তান যখন সূরা বাকারার তিলাওয়াত শোনে তখন যে ঘরে এ সূরার তিলাওয়াত হতে থাকে, পায়ু পথে আওয়াজ করতে করতে সে ঐ ঘর থেকে বের হয়ে যায়।" (সুনানে আহমদ ৫/ ২৬, মুস্তাদরাক হাকেম ১/৫৬)

আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার সাহাবীদের কয়েকজনকে কোনো এক মিশনে পাঠালেন। পাঠানোর প্রাক্কালে তিনি তাদের মধ্যে কে কতটুকু পরিমাণ কুরআন আয়ত্ত করেছে জানতে চাইলেন। তাদের মধ্যে সবচেয়ে কম বয়সী একজনের নিকট এসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

১. সয়ূতী الكنز-এ হাদীসটি উল্লেখ করেছেন এবং হাকেম ও বায়হাকীর দিকে সম্পৃক্ত করেছেন।

ওয়াসাল্লাম বললেন, হে অমুক! তোমার নিকট কুরআনের কী আছে? সাহাবী বললেন, আমার নিকট অমুক অমুক সূরা এবং সূরা বাকারা রয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ, যাও, তুমি এদের আমীর। তখন তাদের মধ্যে সম্ভ্রান্তদের একজন বললেন, আল্লাহর শপথ, যথাযথ আমল করতে না পারার ভয়ই আমাকে সূরা বাকারা শেখা থেকে বিরত রেখেছে। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "তোমরা কুরআন শেখ এবং পড়। কেননা, যে কুরআন শেখে, পড়ে এবং সে মোতাবেক আমল করে তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে ঐ মেশক আম্বর ভরা মোশকের মতো যার খুশবু চতুর্দিকে ছড়ায়। আর ঐ ব্যক্তি, যে কুরআন শিখল আর তা পেটে নিয়ে ঘুমিয়ে থাকল তার দৃষ্টান্ত ঐ মেশক ভরা মোশকের ন্যায় যার মুখে ছিপি লাগিয়ে রাখা হয়েছে।" (জামে তিরমিযী: ২৮৭৬)

আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তোমরা সূরা বাকারা পড়, কেননা একে গ্রহণ করা বরকত, ছেড়ে দেওয়া হাসরত (আফসোস) আর যারা অকর্মণ্য তারা এ সূরা পড়তে, আমলে আনতে সক্ষম হবে না।" (সহীহ মুসলিম: ৮০৪)

সূরা বাকারার শেষ আয়াতগুলোর ফযিলত

আবদুর রহমান বিন ইয়াজিদ বলেন, কাবা শরীফের নিকটে আমার সাথে ইবনে মাসউদের সাক্ষাৎ হয়। তখন আমি তাঁকে বললাম, সূরা বাকারার শেষ দুটি আয়াতের ব্যাপারে আমার কাছে আপনার নিকট থেকে হাদীস পৌঁছেছে। তখন তিনি বললেন, হ্যাঁ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "সূরা বাকারার সর্বশেষ দুটি আয়াত যে রাত্রে পড়বে, তা তার জন্যে যথেষ্ট হয়ে যাবে।" (সহীহ বুখারী: ৫০০৯, সহীহ মুসলিম: ২৫৫)

ইমাম নববী (র) বলেন, "এর অর্থ হচ্ছে, কিয়ামুল্লাইল-এর বদলে আয়াতদ্বয় যথেষ্ট হয়ে যাবে। কেউ বলেছেন, শয়তান থেকে, কেউ

বলেন, বিপদাপদ থেকে, প্রকৃত কথা হচ্ছে, সবগুলো ব্যাখ্যাই প্রযোজ্য হবার সুযোগ রয়েছে।

নোমান ইবনে বশীর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "আল্লাহ তাআলা আসমান-যমীন সৃষ্টির দু'হাজার বছর পূর্বে একটি কিতাব লিখেছেন, তা আরশের নিকটে রয়েছে, ঐ কিতাব থেকে তিনি দু'খানি আয়াত নাযিল করেছেন, যার দ্বারা সূরাতুল বাকারা সম্পন্ন করেছেন। তিন দিন কোনো ঘরে ঐ আয়াতদ্বয় তিলায়াত করা হলে শয়তান সে ঘরের নিকটে আসতে পারবে না।" (জামে তিরমিযী: ২৮৮২)

আবূ হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তোমরা তোমাদের ঘরগুলোকে কবর বানিও না, যে ঘরে সূরাতুল বাকারা পঠিত হয় শয়তান সে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।" (সহীহ মুসলিম: ৭৮০)

আয়াতুল কুরসীর ফযিলত

উবাই বিন কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "হে আবুল মোনযের! তুমি কি জান, আল্লাহর কিতাবের কোন আয়াতটি তোমার কাছে সর্বোত্তম। উবাই বলেন, তখন আমি বললাম:

﴿ اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ﴾

(অর্থাৎ আয়াতুল কুরসী) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন আমার বক্ষে মৃদু আঘাত করে বললেন, আল্লাহর নামের শপথ! ইলম তোমার জন্যে সহজ হয়ে যাক, হে আবুল মোনযের।" (সহীহ মুসলিম: ২৫৮)

আবু উমামাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, "যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরজ নামাযের পর আয়াতুল কুরসী পড়বে তার মাঝে আর জান্নাতে প্রবেশ করার মাঝে মৃত্যুই শুধু বাধা হয়ে থাকবে।" (ইবনুস সুন্নী: ১২১)

সূরা কাহফের ফযিলত

আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি জুমার দিন সূরা কাহফ পড়বে, দু' জুমার মধ্যবর্তী সময় তার জন্যে আলোকিত হয়ে থাকবে।" (মুস্তাদরাক হাকেম: ১/৫৬৫)

তাঁর থেকে আরো বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, "যে ব্যক্তি জুমার দিন সূরা কাহফ পড়বে তার মাঝে আর সম্মানিত কাবা ঘরের মাঝের পথটুকু আলোকিত হয়ে থাকবে।" (বায়হাকী: ২/৪৭৪)

বারা' (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি সূরা কাহফ পড়ছিল আর তার নিকটে একটি ঘোড়া দুটি লম্বা রশির দ্বারা বাঁধা ছিল। একখণ্ড মেঘ তাকে ঢেকে ফেলছিল আর আস্তে আস্তে তার নিকটবর্তী হচ্ছিল। ঘোড়াটি ভয়ে পালাবার চেষ্টা করছিল। সাহাবী সকাল বেলায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এসে বৃত্তান্ত খুলে বলল। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "এটি হচ্ছে প্রশান্তি, যা কুরআনের বরকতে নেমেছিল।" (সহীহ বুখারী: ৫০১১)

আবূদ্ দারদা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি সূরা কাহফের প্রথম থেকে দশটি আয়াত মুখস্থ করবে, দাজ্জালের ফেৎনা থেকে তাকে রক্ষা করা হবে।" (সহীহ মুসলিম: ৮০৯)

সূরা বনী ইসরাঈলের ফযিলত

ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি সূরা বনী ইসরাঈল, কাহফ, মারইয়াম, ত্বাহা ও সূরা আম্বিয়া'র ব্যাপারে বলেন, এগুলো ওহীর প্রথম দিকে নাযিলকৃত সূরাসমূহের অন্তর্ভুক্ত। এগুলোর সাথে আমার জানাশুনা এবং পরিচয় বেশি। (আদ দুররুল মানছুর ৪/২৫৭)

সূরা ফাতহের ফযিলত

আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আমার উপর এমন একটি আয়াত (সূরা) অবতীর্ণ হয়েছে, সারা পৃথিবীর চেয়ে তা আমার নিকট বেশি প্রিয়। তা হলো,

﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا ﴾ (সহীহ মুসলিম: ১৭৮৬)

ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, "আজ রাতে আমার উপর এমন একটি সূরা নাযিল হয়েছে যা আমার নিকট যার উপর সূর্য উদিত হয়েছে (অর্থাৎ পৃথিবী এবং এতে যা কিছু আছে) তার চেয়ে প্রিয় ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا ﴾ অর্থাৎ সূরা ফাতহ।" (সহীহ বুখারী ৫/১৬১, ৬/১৬৯)।

সূরা যালযালাহ-এর ফযিলত

আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনিল আস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলের নিকট এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে পড়ান। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, " ﴿ الم ﴾ দিয়ে শুরু করা তিনটি সূরা (প্রত্যেহ) পড়।" লোকটি বলল, আমার বয়স বেড়েছে, অন্তর শক্ত হয়ে গেছে আর জিহ্বা মোটা বা ভারী হয়ে গেছে। রাসূল বললেন, "তাহলে ﴿ حم ﴾ ওয়ালা সূরাগুলো থেকে তিনটি করে পড়।" লোকটি আগের কথার মতোই বলল, এবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "তাহলে আল্লাহর তাসবীহ দিয়ে শুরু করা সূরাগুলো থেকে তিনটি পড়।" তখন লোকটি বলল, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমাকে একটি অল্প কথায় বেশি অর্থ প্রদানকারী সূরা পড়ান, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন তাকে ﴿ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ﴾ অর্থাৎ, সূরা যালযালাহ পড়ালেন।" (মুসনাদে আহমদ ২/১৬৯, হাকেম ২/৫৩২)

সূরা কাউসার-এর ফযিলত

আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কিছুক্ষণ পূর্বে আমার উপর একটি সূরা অবতীর্ণ হয়েছে, অতঃপর তিনি তিলাওয়াত করলেন,

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿ اِنَّآ اَعْطَيْنٰكَ الْكَوْثَرَ ۝ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ انْحَرْ ۝ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ ۝ ﴾

"(হে নবী!) আমি অবশ্যই আপনাকে (নিয়ামতে পরিপূর্ণ) কাওসার দান করেছি; অতএব আপনার মালিককে স্মরণ করার জন্যে আপনি নামায পড়ুন এবং (তাঁরই উদ্দেশে) আপনি কোরবানী করুন; অবশ্যই (যে) আপনার নিন্দুক, সেই হবে শেকড়-কাটা (অসহায়)।" (সূরা ১০৮; কাওসার ১-৩)

(এরপর রাসূল সাহাবীদের উদ্দেশ্য করে বললেন) তোমরা কি জান, কাউসার কী? এটি হচ্ছে এমন একটি ঝরনা যার ওয়াদা আমার রব আমাকে করেছেন। এতে প্রচুর কল্যাণ রয়েছে। এটি আমার হাউয, আমার উম্মতেরা কিয়ামতের দিন ঐ হাউজের ঘাটে নামবে। এর পানপাত্রের সংখ্যা তারকারাজির সমতুল্য হবে। উম্মতের কতিপয় লোক সেদিন বাধাপ্রাপ্ত হয়ে অস্থির হয়ে পড়বে। তখন আমি বলব, হে আমার রব! এরা আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত। তখন আল্লাহ বলবেন, আপনি জানেন না, এরা আপনার মৃত্যুর পর দীনের মধ্যে কত রকমের নতুন জিনিস (বিদ'আত) আবিষ্কার করেছে।" (সহীহ মুসলিম: ৪০০, সুনানে আবু দাউদ: ৭৮৪)

সূরা ইখলাসের ফযিলত

মোয়াজ ইবনে আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "যে ব্যক্তি সূরা ইখলাছ ﴿ قُلْ هُوَ اللّٰهُ ﴾ দশবার পড়বে, এর বিনিময়ে তার জন্যে জান্নাতে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করা হবে।" (মুস্তাদরাক আহমদ: ৩/৪৩৭, দারেমী ২/৪৫৯)

আর আবূ হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "হে সাহাবীরা! তোমরা সবাই একত্রিত হও, আমি তোমাদের সম্মুখে এক তৃতীয়াংশ কুরআন পড়ব। অতঃপর সূরা ইখলাছ ﴿قُلْ هُوَ اللّٰهُ﴾ পড়লেন এবং বললেন, জেনে রেখো এ সূরা কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমান।" (সহীহ মুসলিম: ৮১২, জামে তিরমিযী: ২৯০০)

আবূ হোরায়রা (রা) থেকে আরো বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "মানুষেরা পরস্পর এটা ওটা জিজ্ঞাসা করতে করতে এক পর্যায়ে এটাও জিজ্ঞাসা করবে যে, আল্লাহ সকল সৃষ্টির স্রষ্টা, আল্লাহর স্রষ্টা কে? (নাউযুবিল্লাহ)।" তারা যদি এমন প্রশ্ন করে তাহলে তোমরা উত্তরে বল,

﴿قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۝١ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۝٢ لَمْ يَلِدْ ۙ وَ لَمْ يُوْلَدْ ۝٣ وَ لَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۝٤﴾

"(হে মুহাম্মদ!) আপনি বলুন, তিনিই আল্লাহ, তিনি এক ও একক, আল্লাহ কারোই মুখাপেক্ষী নন, তাঁর থেকে কেউ জন্ম নেয়নি, আর তিনিও কারো থেকে জন্মগ্রহণ করেননি, আর তাঁর সমতুল্য দ্বিতীয় কেউ-ই নেই।" (সূরা ১১২; ইখলাস ১-৪)

"এরপর যেন নিজের বাম দিকে তিনবার থুথু ফেলে শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে বাঁচার জন্যে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চায়।" (সুনানে আবু দাউদ: ৪৭২২)

মোয়াউয়াযাতাঈন-এর ফযিলত

উকবা ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছেন, "আমার উপর এমন কতক

আয়াত নাযিল করা হয়েছে, যার সমতুল্য আমি আর দেখছি না; মোয়াউয়াযাতাঈন তথা, ﴿ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴾ [সূরা ফালাক] আর ﴿ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴾ [সূরা নাস] সূরাদ্বয়। (সুনানে আহমদ: ৪/১৫২)

আবদুল্লাহ বিন হাবীব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাকে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "সকাল এবং সন্ধ্যায় তিনবার করে ﴿ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ﴾ [সূরা ইখলাছ] আর মোয়াউয়াযাতাঈন [সূরা ফালাক ও নাস] পড়, তোমার সবকিছুর জন্যে এটি যথেষ্ট হয়ে যাবে।"

উকবা ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে যোহফা ও আবওয়ার মধ্যবর্তী স্থানে চলছিলাম, হঠাৎ করে মারাত্মক অন্ধকার এবং ধূলি ঝড় আমাদেরকে ঢেকে ফেলেছিল। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ﴿ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴾ আর ﴿ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ ﴾ সূরাদ্বয় দ্বারা আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাইতে লাগলেন এবং বললেন, হে উকবা এ দুটি সূরার দ্বারা আশ্রয় প্রার্থনা কর। কেননা, এ দুটি সূরার সমতুল্য কোনো সূরার দ্বারা কেউ আশ্রয় চাইতে পারবে না।" (দারে বায়হাকী ২/৩৯৫)

আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, প্রিয়নবীর অভ্যাস ছিল, যখন তিনি অসুস্থ হতেন তখন নিজে নিজে আশ্রয়দানকারী সূরাগুলো পড়তেন এবং নিজের উপর ফুঁ দিতেন। যখন তাঁর অসুস্থতা মারাত্মক আকার ধারণ করল তখন আমি পড়ে ফুঁ দিতাম, আর বরকতের আশায় তাঁর হাত দিয়ে মুছে দিতাম। (সহীহ মুসলিম: ২১৯২)

***

● ইমাম জাফর সাদেক (রা) বলেন, আমি আশ্চর্যান্বিত হই ঐ ব্যক্তির ব্যাপারে, যে ভীতস্বন্ত্রস্ত হলো, অথচ আল্লাহ তাআলার বাণী,

﴿ حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ ﴾

"আল্লাহ তাআলাই আমাদের জন্যে যথেষ্ট এবং তিনিই হলেন উত্তম কর্মবিধায়ক।" (সূরা ৩; আলে ইমরান ১৭৩) এর শরণাপন্ন হলো না। কেননা, আমি এরপরই আল্লাহ তাআলার এ বাণী দেখেছি,

﴿ فَانْقَلَبُوْا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ ﴾

"অতঃপর আল্লাহর নিয়ামত ও অনুগ্রহ নিয়ে এরা ফিরে এলো।" (সূরা ৩; আলে ইমরান ১৭৪)

● আমি বিস্মিত হই ঐ ব্যক্তির ব্যাপারে, যে পেরেশানিতে নিমজ্জিত হলো, অথচ আল্লাহ তাআলার এই বাণীর আশ্রয় নিল না,

﴿ لَّآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ ۖ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ﴾

"(হে আল্লাহ তাআলা), আপনি ব্যতীত কোনো মাবুদ নেই, আপনি পবিত্র, আপনি মহান, অবশ্যই আমি সীমালংঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছি।" (সূরা ২১; আম্বিয়া ৮৭)

কারণ, আমি এরপরই আল্লাহর ঐ বাণী দেখেছি,

﴿ فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ ۙ وَنَجَّيْنٰهُ مِنَ الْغَمِّ ۭ وَكَذٰلِكَ نُـــْجِى الْمُؤْمِنِيْنَ ﴾

"অতঃপর আমি তার ডাকে সাড়া দিলাম এবং তাকে (তার মানসিক) দুশ্চিন্তা থেকে উদ্ধার করলাম; আর এভাবেই আমি আমার মুমিন বান্দাদের সব সময় উদ্ধার করি।" (সূরা ২১; আম্বিয়া ৮৮)

● আমি অবাক হই ঐ ব্যক্তির ব্যাপারে, যে ধোঁকাবাজদের ধোঁকা আর চক্রান্তকারীদেরা চক্রান্তের শিকার হলো, অথচ আল্লাহ তাআলার ঐ কথার দ্বারস্থ হলো না যে,

﴿ وَاُفَوِّضُ اَمْرِىْٓ اِلَى اللّٰهِ ۭ اِنَّ اللّٰهَ بَصِيْرٌۢ بِالْعِبَادِ ﴾

"আর আমি তো আমার কাজকর্ম (বিষয়-আসয়) আল্লাহ তাআলার কাছেই সোপর্দ করছি, নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের প্রতি সবিশেষ নযর রাখেন।" (সূরা ৪০; মুমিন ৪৪)

কেননা, আমি এরপরেই দেখেছি আল্লাহ তাআলার বাণী,

﴿ فَوَقٰىهُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِ مَا مَكَرُوْا وَحَاقَ بِاٰلِ فِرْعَوْنَ سُوْٓءُ الْعَذَابِ ﴾

"অতঃপর আল্লাহ তাআলা তাকে ওদের যাবতীয় ষড়যন্ত্রের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করলেন, (অপর দিকে একটা) কঠিন শাস্তি (এসে) ফেরাউন সম্প্রদায়কে গ্রাস করে নিল।" (সূরা ৪০; মুমিন ৪৫)

● (গ্রন্থকার আবুল ফিদা বলেন,) আর আমি আল্লাহর বান্দা, স্বীয় গুনাহ স্বীকারকারী, তাঁর রহমত ও ক্ষমা প্রত্যাশী, এর সাথে আর একটি যোগ করে বলছি,

আমি বিস্ময় বোধ করি ঐ ব্যক্তির ব্যাপারে, যে রোগাক্রান্ত হয়েছে অথচ আল্লাহ তাআলার ঐ কথা থেকে সাহায্য নিল না যে,

﴿ اَنِّيْ مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِيْنَ ﴾

"মারাত্মক ব্যাধি আমাকে স্পর্শ করেছে, আর আপনি হলেন সকল দয়ালুদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।" (সূরা ২১; আম্বিয়া ৮৩)

কেননা, এরপরের আয়াতেই আমি আল্লাহর বাণী দেখেছি,

﴿ فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ فَكَشَفْنَا مَا بِهٖ مِنْ ضُرٍّ وَّاٰتَيْنٰهُ اَهْلَهٗ وَمِثْلَهُمْ مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرٰى لِلْعٰبِدِيْنَ ﴾

"অতঃপর আমি তার ডাকে সাড়া দিলাম, তার যে কষ্ট ছিল তা আমি দূর করে দিলাম, তাকে (যে শুধু) তার পরিবার পরিজনই ফিরিয়ে দিলাম (তা নয়); বরং তাদের (সবাইকে) আমার কাছ থেকে বিশেষ দয়া এবং আমার বান্দাদের জন্যে উপদেশ হিসেবে আরো সমপরিমাণ (অনুগ্রহ) দান করলাম।" (সূরা ২১; আম্বিয়া ৮৪)

***

জাফরান এবং গোলাপ জল দিয়ে কোনো পাত্রে ৩ বার সূরা ইখলাস লিখবে। লেখা শুকানোর পর যমযমের পানি দিয়ে তা ধুয়ে নেবে। এ সময় দৈনিক ৩ বার রোগী নিজেও সূরা ফাতেহা পড়বে এবং তিন দিন পর্যন্ত এ পানি পান করবে।

এভাবে যমযমের পানির মধ্যে সাতবার সূরা ফাতেহা পড়বে এবং ১ সপ্তাহ পর্যন্ত ঐ পানি পান করবে। এ সময়ে আল্লাহর ইবাদতের উদ্দেশ্যে বেশি বেশি কুরআন তিলাওয়াতে মশগুল থাকবে। অনেক রোগীর উপর সূরা ফাতেহা তিলাওয়াতের এ আমল পরীক্ষা করা হয়েছে, আল্লাহ তাআলা তাঁর মহান ক্ষমতা এবং রহমতে তাদেরকে সুস্থ করে দিয়েছেন।

ইবনুল কাইয়্যেম (র) বলেন, একবার আমি মক্কায় অসুস্থ হয়ে পড়ি। ডাক্তার এবং ঔষধ কোনোটাই আমি পাচ্ছিলাম না। তখন আমি মক্কায় এভাবে নিজের চিকিৎসা করেছি যে, যমযমের পানি নিতাম এবং এর উপর কয়েকবার করে সূরা ফাতেহা পড়তাম আর ঐ পানি পান করতাম। এর বদৌলতে আলহামদুলিল্লাহ আমি পরিপূর্ণ সুস্থতা লাভ করি। এরপর আমি বিভিন্ন রোগজনিত ব্যথায় সূরা ফাতেহার উপর নির্ভর করতাম এবং চূড়ান্ত সুস্থতা অনুভব করতাম।

***

আল্লাহর ইসমে আযম দ্বারা যাবতীয় রোগের চিকিৎসা

আসমা বিনতে ইয়াজিদ থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহর ইসমে আযম এ দুটি আয়াতের মধ্যে রয়েছে। এর প্রথমটি হলো,

﴿ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ ﴾

"তোমাদের মাবুদ হচ্ছেন একজন, তিনি ছাড়া দ্বিতীয় কোনো মাবুদ নেই, তিনি দয়ালু, তিনি মেহেরবান।" (সূরা ২; বাকারা ১৬৩)

আর দ্বিতীয় আয়াতটি হচ্ছে সূরা আল-ইমরানের শুরুতে:

﴿ الٓمٓ ﴿١﴾ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ﴿٢﴾ ﴾

"আলিফ, লাম, মীম। মহান আল্লাহ তাআলা, তিনি ছাড়া কোনো সত্য মাবুদ নেই, তিনিই চিরঞ্জীব, তিনিই চিরস্থায়ী।" (সূরা ৩; আলে ইমরান ১-২)[১]

এ আমলটি করতে হবে রাতের নামায তাহাজ্জুদের পর, যখন মানুষেরা ঘুমিয়ে থাকে তখন। ঐ দিনের রোযারও নিয়ত করবে। সোমবার আর বৃহস্পতিবার হলে বেশি ভালো। আল্লাহর ইসমে আযমের বরকতের দোহাই দিয়ে সর্বোচ্চ কাকুতি-মিনতি সহকারে নিজের সুস্থতা অথবা যার জন্যে দু'আ করা হচ্ছে তার সুস্থতা কামনা করবে।

***

১. সুনানে আবু দাউদ: ১৪৯৬, জামে তিরমিযী: ৩৪৭৮, সুনানে ইবনে মাযাহ: ৩৫৫৫।

মাথা ব্যথার চিকিৎসা

আপনার নিজের ডান হাতে রোগীর মাথা (টিপে) ধরবেন এবং পড়বেন,

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿ ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ﴾

"এটা তোমাদের মালিকের পক্ষ থেকে দণ্ড হ্রাস (করার উপায়) ও তাঁর একটি অনুগ্রহ মাত্র।" (সূরা ২; বাকারা ১৭৮)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿ يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّخَفِّفَ عَنْكُمْ ۚ وَخُلِقَ الْاِنْسَانُ ضَعِيْفًا ﴾

"আল্লাহ তাআলা তোমাদের ওপর থেকে (বিধি-নিষেধের বোঝা) লঘু করে (তোমাদের জীবন সহজ করে) দিতে চান, (কেননা) মানুষকে দুর্বল করে পয়দা করা হয়েছে।" (সূরা ৪; নিসা ২৮)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿ اَلْـٰٔنَ خَفَّفَ اللّٰهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ اَنَّ فِيْكُمْ ضَعْفًا ﴾

"(এ নিশ্চয়তা দ্বারা) এখন আল্লাহ তাআলা তোমাদের ওপর থেকে (উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তার) বোঝা হালকা করে দিয়েছেন, (যেহেতু) তিনি (একথা) জানেন যে, তোমাদের মধ্যে কিছু কিছু দুর্বলতা রয়েছে।" (সূরা ৮; আনফাল ৬৬)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿ كٓهٰيٰعٓصٓ ۝١ ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهٗ زَكَرِيَّا ۝٢ اِذْ نَادٰى رَبَّهٗ نِدَآءً خَفِيًّا ۝٣ ﴾

"কা-ফ হা ইয়া আঈন ছোয়াদ। (হে নবী, এ হচ্ছে) আপনার মালিকের অনুগ্রহের (কথাগুলোর) স্মরণ, যা তিনি তাঁর এক অনুগত বান্দা যাকারিয়ার ওপর (প্রেরণ) করেছিলেন। যখন তিনি তার রবকে চুপে চুপে ডেকেছিলেন।" (সূরা ১৯; মারইয়াম ১-৩)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِيْ عَنِّيْ فَإِنِّيْ قَرِيْبٌ ۖ أُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ﴾

"(হে নবী!) আমার কোনো বান্দা যখন আপনাকে আমার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে (আপনি তাকে বলে দিন), আমি (তার একান্ত) কাছেই আছি; কোন আহ্বানকারী যখনই আমাকে ডাকে আমি তখনই তার ডাকে সাড়া দেই।" (সূরা ২; বাকারা ১৮৬)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي الَّيْلِ وَالنَّهَارِ ۖ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴾

"রাত ও দিনের মাঝে যা কিছু স্থিতি লাভ করছে তার সব কিছুই তাঁর জন্যে; তিনি (এদের সবার কথা) শোনেন এবং (সবার অবস্থা) দেখেন।" (সূরা ৬; আন'আম ১৩)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ ۚ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ﴾

"(হে নবী!) আপনি কি আপনার মালিকের (কুদরতের) দিকে তাকিয়ে দেখেননি? কিভাবে তিনি ছায়া (সর্বত্র) বিস্তার করে রেখেছেন, তিনি ইচ্ছা করলে তা তো (একই স্থানে) স্থায়ী করে রাখতে পারতেন।" (সূরা ২৫; ফুরকান ৪৫)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿ حٰمٓ ۝١ عٓسٓقٓ ۝٢ ﴾

"হা-মীম, আইন-সীন-কাফ" (সূরা ৪২; শূরা ১-২)

মাথা ব্যথার জন্যে

আপনার ডান হাতে রোগীর মাথা ধরে ইব্‌হাম (বৃদ্ধাঙ্গুলি) ও ছাব্বাবাহ (তর্জনী আঙ্গুল) দিয়ে কপালের দু'পাশ টিপে ধরবেন, আর ৭ বার সূরা ফাতিহা পড়বেন (সুবহানাল্লাহ খুব দ্রুত ব্যথা সরে যাবে, ঐ ব্যক্তির, যে সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করে অথবা একাগ্রচিত্তে শুনতে চায়।

মাথার অর্ধাংশ ব্যথার জন্যে

তিনবার সূরা ইখলাস পড়বে এবং আরো পড়বে আল্লাহ তাআলার বাণী,

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿ لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ لَّرَاَيْتَهٗ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ ﴾

"আমি যদি এ কুরআন কোনো পাহাড়ের ওপর নাযিল করতাম তাহলে আপনি (অবশ্যই) তাকে দেখতেন, কিভাবে তা বিনীত হয়ে আল্লাহর ভয়ে বিদীর্ণ হয়ে পড়ছে।" (সূরা ৫৯; হাশর ২১)

এক গ্লাস বৃষ্টি অথবা যমযমের পানির মধ্যে সাতবার পড়বে, অর্ধেক পানি পান করবে আর বাকি অর্ধেক পানি দিয়ে আক্রান্ত অংশ ধুয়ে ফেলবে।

সব ধরনের মাথা ব্যথায়

ডান হাতে মাথা চেপে ধরে আয়াতুশ শেফাগুলো

﴿ وَيَشْفِ صُدُوْرَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ ﴾

﴿ وَشِفَآءٌ لِّمَا فِى الصُّدُوْرِ ۙ وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ﴾

﴿ يَخْرُجُ مِنْۢ بُطُوْنِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ فِيْهِ شِفَآءٌ لِّلنَّاسِ ﴾

﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ﴾

﴿ وَاِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِ ﴾

﴿ قُلْ هُوَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هُدًى وَّشِفَآءٌ ﴾

এবং সূরা ফাতিহা পড়তে হবে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۙ﴿١﴾ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۙ﴿٢﴾ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۙ﴿٣﴾ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۙ﴿٤﴾ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۙ﴿٥﴾ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ﴿٧﴾ ﴾

***

যাবতীয় চক্ষুরোগ চিকিৎসা ও দৃষ্টিশক্তি প্রখর করতে

দু'হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলির পিঠে

﴿ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيْدٌ ﴾

"এখন আমরা তোমার (চোখের সামনে) থেকে তোমার সে পর্দা সরিয়ে দিয়েছি, অতএব, (আজ তোমার দৃষ্টিশক্তি হবে অত্যন্ত প্রখর (সব কিছুই এখন তুমি দেখতে পাবে)।" (সূরা ৫০; ক্বাফ ২২)

আয়াতে কারীমাটুকু সাতবার এবং সাথে প্রত্যেক বার রাসূলের উপর দুরূদ শরীফ পড়বে। অতঃপর আঙ্গুলদ্বয়ের উপর হালকা থুথু ছিটিয়ে তা দিয়ে চোখ দুটোকে মুছে দেবে।

আল্লাহর হুকুমে কিতাবুল্লাহ-এর বরকতে চোখ উঠা-সহ বিভিন্ন চক্ষুপীড়া থেকে নিরাপদ থাকবে আর দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি পাবে।

***

দাঁতের ব্যথার জন্যে

ব্যথাযুক্ত গালের উপর (আঙ্গুল দিয়ে) লিখবে,

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿ قُلْ هُوَ الَّذِيْٓ اَنْشَاَكُمْ وَ جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَ الْاَبْصَارَ وَالْاَفْـِٕدَةَ ؕ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ﴾

"(হে রাসূল!) আপনি বলুন, তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তোমাদের কান, চোখ দিয়েছেন। আরো দিয়েছেন, একটি অন্তর কিন্তু তোমরা খুব কমই (এসব দানের) কৃতজ্ঞতা আদায় কর।" (সূরা ৬৭; মূলক ২৩)

এমনিভাবে আরো লিখবে,

﴿ وَلَهٗ مَا سَكَنَ فِي الَّيْلِ وَالنَّهَارِ ؕ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴾

"আর যা কিছু রাত ও দিনে স্থিতি লাভ করে তা তাঁরই। এবং তিনি সর্বশ্রোতা ও মহাজ্ঞানী।" (সূরা ৬; আনআম ১৩)

***

কণ্ঠনালীর ব্যথায়

ইমাম বায়হাকী তাঁর 'শেয়াবুল ঈমান' গ্রন্থে ওয়াছেলা বিন আছকা থেকে বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে স্বীয় কণ্ঠনালীর ব্যথার অভিযোগ করল। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, "তুমি বেশি বেশি কুরআন তিলাওয়াত কর।" (শেয়াবুল ঈমান ২/৫১৯)

কিতাবুল্লাহের বেশি বেশি তিলাওয়াত রোগীর উপর রহমত এবং প্রশান্তি নাযিল করবে। তখন তার গোটা শরীরকে স্থিরতা ঢেকে ফেলবে, শরীরের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্বীয় দায়িত্ব ঠিক মতো পালন করতে পারবে। আর আল্লাহর হুকুমে রোগীর নিকট সুস্থতা এবং রোগ মুক্তি ফিরে আসবে, আল্লাহ তাকে পূর্ণ সুস্থতা দান করবেন। তিলাওয়াতের ক্ষেত্রে তারতীল যত সুন্দর হবে সূরের তন্ত্রিগুলোও ততই সুবিন্যস্ত হবে, হৃদয় প্রশান্তিতে ভরে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে আর রোগের যাবতীয় উপকরণ সরে যাবে, দূরীভূত হবে। কেননা, ভালোর সাথে খারাপ একত্রিত হতে পারে না। কুরআনের কথা কতই না ভালো, যা রহমানের বান্দাদের জন্যে শেফা, রহমত এবং বলছম তুল্য, যারা কিতাবুল্লাহকে তিলাওয়াত এবং আমলের মাধ্যমে আঁকড়ে ধরে, আর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেখানো মতাদর্শে জীবন পরিচালনা করে তাদের জন্যে।

***

নাকের রক্তক্ষরণের চিকিৎসা

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ (র) নাক থেকে রক্তক্ষরণ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির কপালের উপর লিখতেন,

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿ وَقِيْلَ يٰٓاَرْضُ ابْلَعِيْ مَآءَكِ وَيٰسَمَآءُ اَقْلِعِيْ وَغِيْضَ الْمَآءُ وَقُضِيَ الْاَمْرُ ﴾

"(অতঃপর) বলা হলো, হে যমীন! তুমি (এবার) তোমার পানি গিলে নাও, হে আসমান! তুমিও (পানি বর্ষণ থেকে) ক্ষান্ত হও। অতএব, পানির প্রচণ্ডতা প্রশমিত হলো এবং (আল্লাহর) কাজও সম্পন্ন হলো।" (সূরা ১১; হূদ ৪৪)

আর তাঁকে আমি বলতে শুনেছি, একাধিক লোকের জন্যে আমি এটা লিখেছি, আল্লাহর হুকুমে তারা সুস্থ হয়েছে। ক্ষরিত রক্ত দিয়ে লেখা বৈধ হবে না। যেমনটি মূর্খরা করে থাকে। কেননা, রক্ত অপবিত্র। অতএব উহা দ্বারা আল্লাহর পবিত্র কালাম লেখা বৈধ হবে না।

ইবনুল কাইয়্যেম আল যাউজিয়া তার اَلطِّبُّ النَّبَوِيُّ-এর ২৭৮ পৃষ্ঠায় এমনটি উল্লেখ করেছেন। জাফরানের কালি দিয়ে এ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির কপালে উক্ত আয়াতে কারীমাটুকু লিখতে হবে।

***

বধিরতার চিকিৎসায়

বধিরতায় আক্রান্ত কানের উপর ডান হাত রেখে ক্বারী সাহেব পড়বেন,

﴿ لَوْ أَنزَلْنَا هَٰذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ۚ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾

"আমি যদি এ কুরআন কোনো পাহাড়ের ওপর নাযিল করতাম তাহলে আপনি (অবশ্যই) তাকে দেখতেন, কিভাবে তা বিনীত হয়ে আল্লাহর ভয়ে বিদীর্ণ হয়ে পড়ছে। আমি এসব উদাহরণ মানুষের জন্যে এ কারণেই বর্ণনা করছি, যেন তারা (কুরআনের মর্যাদা সম্পর্কে) চিন্তা-ভাবনা করতে পারে।" (সূরা ৫৯; হাশর ২১) আরো পড়বেন-

﴿ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۖ هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ ﴿٢٢﴾ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ۚ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٢٣﴾ هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ ۚ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢٤﴾ ﴾

"তিনিই আল্লাহ তাআলা, তিনি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই, দেখা-অদেখা সব কিছুই তাঁর জানা, তিনি দয়াময়, তিনি করুণাময়। তিনিই আল্লাহ তাআলা, তিনি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই, তিনি রাজাধিরাজ, তিনি পূত-পবিত্র, তিনি শান্তি (দাতা), তিনি বিধায়ক, তিনি রক্ষক, তিনি পরাক্রমশালী, তিনি প্রবল, তিনি মাহাত্ম্যের একক অধিকারী। তারা যেসব (ব্যাপারে আল্লাহর সাথে) শিরক করছে, আল্লাহ তাআলা সেসব কিছু থেকে অনেক পবিত্র। তিনি আল্লাহ তাআলা, তিনি সৃষ্টিকর্তা, তিনি সৃষ্টির উদ্ভাবক, সব কিছুর রূপকার তিনি, তাঁর জন্যেই (নিবেদিত) সকল উত্তম নাম। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে (যেখানে) যা কিছু আছে তার সব কিছু তাঁরই পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছে, তিনি পরাক্রমশালী, তিনি প্রবল প্রজ্ঞাময়।" (সূরা ৫৯; হাশর ২২-২৪)

***

আপনার ডান হাতের তর্জনী (বৃদ্ধাঙ্গুলির পাশের আঙ্গুল) দ্বারা রোগাক্রান্ত অংশের দিকে ইশারা করবেন। অতঃপর পড়তে হবে-

﴿ اَوْ كَالَّذِىْ مَرَّ عَلٰى قَرْيَةٍ وَّهِىَ خَاوِيَةٌ عَلٰى عُرُوْشِهَا ۚ قَالَ اَنّٰى يُحْىٖ هٰذِهِ اللّٰهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ فَاَمَاتَهُ اللّٰهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهٗ ؕ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ ؕ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ؕ قَالَ بَلْ لَّبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانْظُرْ اِلٰى طَعَامِكَ وَ شَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ ۚ وَانْظُرْ اِلٰى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ اٰيَةً لِّلنَّاسِ وَانْظُرْ اِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوْهَا لَحْمًا ؕ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهٗ ۙ قَالَ اَعْلَمُ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ﴾

"অথবা, (হে রাসূল!) আপনি কি ঐ ব্যক্তির ঘটনার দিকে দৃষ্টি দেননি, যে একটি বস্তির পাশ দিয়ে গেল, (সে দেখল) তা (বিধ্বস্ত হয়ে) আপন অস্তিত্বের ওপর মুখ থুবড়ে আছে, (তখন সে ব্যক্তি বলল, এ (মৃত জনপদ)-কে কিভাবে আল্লাহ তাআলা আবার পুনর্জীবন দান করবেন, এক পর্যায়ে আল্লাহ তাআলা (সত্যি সত্যিই) তাকে মৃত্যু দান করলেন এবং (এভাবেই তাকে) একশত বছর ধরে মৃত (ফেলে) রাখলেন। অতঃপর তাকে পুনরায় জীবিত করলেন। এবার জিজ্ঞেস করলেন, (বলতে পারো) তুমি কতোকাল (মৃত অবস্থায়) কাটিয়েছো? সে বললো, আমি একদিন কিংবা একদিনের কিছু অংশ (মৃত অবস্থায়) কাটিয়েছি। আল্লাহ তাআলা বললেন, বরং এমনি অবস্থায় তুমি একশ বছর কাটিয়ে দিয়েছ, তাকিয়ে দেখো, তোমার নিজস্ব খাবার ও পানীয়ের দিকে।".... (সূরা ২; বাকারা ২৫৯)

***

মাথার খুসকি নিরাময়ে

রোগীর উপর নিম্নোক্ত আয়াতে কারীমা পড়তে হবে।

﴿ فَأَصَابَهَآ إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَٱحْتَرَقَتْ ﴾

"হঠাৎ করে ঐ বাগানকে পেয়ে বসে এক আগুনের ঘূর্ণিবায়ু, যাতে বাগান জ্বলে ভস্মিভূত হয়েছে।" (সূরা ২; বাকারা ২৬৬)

আল্লাহর কুদরত এবং শক্তিতে নিরাময় হয়ে যাবে।

***

বিষাক্ত ফোঁড়ার চিকিৎসায়

রোগীর উপর নিম্নোক্ত আয়াতে কারীমা পড়তে হবে।

﴿ وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّى نَسْفًا ﴿١٠٥﴾ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ﴿١٠٦﴾ لَّا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَآ أَمْتًا ﴿١٠٧﴾ ﴾

"(হে নবী!) তারা আপনার কাছে (কিয়ামতের সময়) পাহাড়গুলোর অবস্থা (কী হবে) জানতে চাইবে। আপনি তাদের বলুন, (সে সময়) আমার মালিক এগুলোকে (টুকরো টুকরো করে) উড়িয়ে দেবেন। অতঃপর তাকে তিনি মসৃণ ও সমতল ভূমিতে পরিণত করে ছাড়বেন। তখন আপনি এতে কোনো রকম অসমতল ও উঁচু-নিচু দেখবেন না।" (সূরা ২০; ত্বা-হা ১০৫-১০৭)

***

রুগীর উপর সূরা ইনশিরাহ পড়তে হবে।

﴿ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ۝١ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ ۝٢ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ ۝٣ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ۝٤ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝٥ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝٦ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ۝٧ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب ۝٨ ﴾

"(হে রাসূল!) আমি কি (জ্ঞান ধারণের জন্যে) আপনার বক্ষকে উন্মুক্ত করে দেইনি। আমিই তো আপনার ওপর থেকে বোঝা নামিয়ে দিয়েছি। যা আপনার পিঠ নুইয়ে দিচ্ছিল। আমিই আপনার স্মরণকে সর্বোচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছি। অতঃপর কষ্টের সাথে অবশ্যই আরাম রয়েছে। নিশ্চয়ই কষ্টের সাথে আছে আরাম। অতঃপর যখন আপনি অবসর পাবেন তখনি ইবাদতের পরিশ্রমে লেগে যাবেন এবং স্বীয় মাবুদের অভিমুখী হবেন।" (সূরা ৯৪; ইন্‌শিরাহ ১-৮)

এবং মহান আল্লাহর বাণী,

﴿ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ۝٢٥ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي ۝٢٦ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي ۝٢٧ يَفْقَهُوا قَوْلِي ۝٢٨ ﴾

"(তিনি বললেন) হে আমার মালিক! আপনি আমার জন্যে আমার বক্ষ প্রশস্ত করে দিন, আমার কাজ আমার জন্যে সহজ করে দিন, আমার জিহ্বা থেকে জড়তা দূর করে দিন, যাতে করে ওরা আমার কথা (ভালো করে) বুঝতে পারে।" (সূরা ২০; ত্বা-হা ২৫-২৮)

আয়াতগুলো পড়ে পড়ে ডান হাতে রোগীর বুকের উপর ম্যাসেজ করবে।

যমযমের পানির ওপর সূরা ফাতেহা পড়ে ঐ পানি দ্বারা বক্ষ ধুয়ে ফেলবে এবং কিছু পানি পান করবে। এতে বক্ষ শক্তিশালী হয় এবং যাবতীয় ব্যথা দূরীভূত হয়।

তবে হে আল্লাহর বান্দা, সিগারেট পান করা, পানকারীদের সাথে উঠাবসা করা আর বেশি কথা বলা থেকে সর্বদা সতর্ক হও।

সব সময় আল্লাহর কিতাব মুখস্থ করতে সচেষ্ট থাক, স্বীয় হৃদয়কে কুরআনের আয়াতসমূহ দ্বারা ভরপুর করো, সত্য কথা বলা, সৎ কাজের আদেশ আর অসৎ কাজের নিষেধের মাধ্যমে আল্লাহর কালেমাকে বুলন্দ করতে চেষ্টা চালিয়ে যাও। আর বেশি বেশি তাহাজ্জুদ নামায পড়, কেননা এটি সৎ লোকদের অভ্যাস। অচিরেই তুমি সুস্থতা ও রোগমুক্তি দেখতে পাবে, যা তোমার হৃদয়ে বদ্ধমূল করে দেবে যে, সত্যিকার অর্থেই কুরআন যাবতীয় বক্ষ ব্যাধির মহৌষধ।

বক্ষ ব্যাধির জন্যে

ইবনে মারদাওয়াইহ আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বলল, আমি আমার বক্ষে অসুস্থতা অনুভব করি। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, "কুরআন পড়"। (দেখুন, তাযকেরাহ: ৮০)

এর সাথে তিন বার সূরা ইন্‌শিরাহ [অত্র বইয়ের পৃষ্ঠা ৬০ দ্রষ্টব্য] এবং আল্লাহ তাআলার বাণী-

﴿وَشِفَآءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ﴾ [সূরা ১০; ইউনুছ ৫৭] পড়তে হবে।

***

লিভার, পাকস্থলী, হৃদকম্পন বৃদ্ধি, বক্ষ ও হৃদ রোগের চিকিৎসায়

গোলাপজল ও জাফরানের কালি দ্বারা সাদা পাত্রে তিনবার আয়াতুল কুরসী লিখবে। যমযমের পানি হলে উত্তম নতুবা যেকোনো পানি দ্বারা তা ধৌত করে খালী পেটে এক সপ্তাহ যাবৎ পান করবে।

যমযমের পানির মধ্যে সাতবার সূরা ফাতেহা পড়বে (আমীন ব্যতিত, কেননা তা কেবল নামাযে বলা হয়)। অতঃপর খালি পেটে ঐ পানি পান করবে।

হৃদ রোগে করণীয়

আবূ জাফর মোহাম্মদ বিন আলী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি স্বীয় অন্তরে কাঠিন্য অনুভব করে, সে যেন একটি পাত্রে জাফরানের কালি দ্বারা সূরা ইয়াসিন লিখে তা পান করে।[১]

হৃদয়কে শক্তিশালী করতে এবং এতে প্রফুল্লতা দান করতে পরীক্ষিত তদবীরের অন্যতম হচ্ছে:

রাত্রে ঘুমানোর পূর্বে স্বীয় ডান হাত বুকের উপর রেখে সূরা গাফের পড়বে। আর সকালে সাতটি খেজুর নিয়ে (মদিনা মোনাওয়ারার খেজুর হলে বেশি উত্তম) তার উপর সাতবার সূরা ফাতিহা পড়বে, আল্লাহর নাম নিয়ে তাঁর বরকতে সেগুলো খেয়ে ফেলবে। আর তিনটি কাজ সম্পূর্ণরূপে পরিহার করবে– অপচয়, রাতজাগা ও আল্লাহর যিকর থেকে গাফেল হওয়া। মহান আল্লাহ বলেন,

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿ اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ ﴾

"জেনে রেখ, আল্লাহর যিকরেই অন্তর প্রশান্ত হয়।" (সূরা ১৩; রাদ ২৮) সুতরাং, হে আল্লাহর বান্দা! তোমার জিহ্বাকে সর্বদা আল্লাহর যিকর-এর দ্বারা সজিব ও তাজা রাখ।

***

১. ইমাম কুরতুবী আর হাকেম তার মোসতাদরাকে বর্ণনা করেছেন।

অর্শ্ব রোগের চিকিৎসা

মানুষের মাঝে এ রোগের প্রাদুর্ভাব অনেক। এর কারণও বিভিন্ন। (১) মানসিক, (২) শারীরিক ও (৩) খাদ্যজনিত। রসায়নিক চিকিৎসা এখন পর্যন্ত এ রোগকে নির্মূল করতে সক্ষম হয়নি। সাময়িক উপশমের ব্যবস্থা করতে পেরেছে মাত্র (যেমন– ইসবাজমু কিনলস, ইসবাজমুমিবালজীন)। কিন্তু ইসলামী চিকিৎসায় প্রাচীন যুগ থেকেই অর্শ্ব রোগের পূর্ণ চিকিৎসা পাওয়া যায়। তবে শর্ত হলো, রোগের প্রকোপ বৃদ্ধিকারী বস্তুসমূহ থেকে বেঁচে থাকতে হবে। যেমন- অতিরিক্ত রাগ, পরিশ্রম, গ্যাস সৃষ্টিকারী পানীয়, ঝাল জাতীয় খাবার।

এ কারণে লাউ, আঁশযুক্ত সবজি, মাছের কলিজার তেল ইত্যাদি অর্শ্ব রোগের খাবার জাতীয় ঔষধের অন্তর্ভুক্ত। উপরন্তু কুরআনুল কারীমের দ্বারা এর চিকিৎসা নিম্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে করতে হবে।

অর্শ্ব রোগের জন্যে কুরআন থেকে যা লিখতে হবে-

সূরা ফাতেহা ﴿ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ﴾ পর্যন্ত (কেননা আমীন সালাতে পড়তে হয়), সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক, সূরা নাস লিখার পর লিখবে-

« أَعُوْ ذُ بِوَ جْهِ اللهِ الْعَظِيْمِ وَبِعِزَّتِهِ الَّتِيْ لَاتُرَامُ, وَبِقُدْرَ تِهِ الَّتِيْ لَايَمْنَعُ مِنْهَا شَيْءٌ مِنْ شَرِّ هٰذَا الْوَجَعِ, وَمِنْ شَرِّ مَافِيْهِ »

"আল্লাহ তাআলার সুমহান মর্যাদা এবং তাঁর সে সম্মান যার নাগাল পাওয়া কারো পক্ষে সম্ভব নয়, তাঁর সে ক্ষমতা, যা থেকে কোনো কিছুকে বাধা দেওয়া যায় না, তাঁর নিকট এ ব্যথার অনিষ্টতা এবং এতে যত প্রকারের ক্ষতি রয়েছে সব কিছু থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।"

এ কথাগুলো গোলাপজল ও জাফরান দিয়ে নকশাবিহীন কাচের পাত্র বা চিনা বাসনে লিখবে। কালি শুকানোর পর যমযমের পানি অথবা বৃষ্টির পানি দ্বারা ধৌত করে তা পান করবে।

***

কাঁপুনি (ভীতি) এবং বিষ নষ্ট করার চিকিৎসায়

রুগীর উপর পড়তে হবে-

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿ لِاِيْلٰفِ قُرَيْشٍ ۝ اٖلٰفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَآءِ وَ الصَّيْفِ ۝ ﴾

"(কা'বার পাহারাদার) কোরায়শ বংশের প্রতিরক্ষার জন্যে, তাদের প্রতিরক্ষা শীত ও গরমকালের সফরের জন্যে।" (সূরা ১০৬; কোরাইশ ১-২)

উক্ত আয়াতে কারীমা পড়ে রোগীকে সাতবার ফুঁ দিবেন। এ ছাড়া জাফরান কালি দ্বারা সাদা পাত্রে লিখে শুকানোর পর বৃষ্টি বা যমযমের পানি দ্বারা ধুয়ে পান করাবেন। খালি পেটে প্রত্যহ একবার করে সাত দিন করতে হবে।

***

সাপ-বিচ্ছু দংশনের চিকিৎসা

ইবনে আবি শাইবা তাঁর মুসনাদে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর হাদীস থেকে বর্ণনা করেন, ইবনে মাসউদ বলেন, একদা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়ছিলেন, তিনি যখন সিজদায় গেলেন তখন একটি বিচ্ছু তাঁর পবিত্র পায়ের আঙ্গুলে দংশন করলো। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায শেষে বললেন, "বিচ্ছুর উপর আল্লাহর লা'নত, নবী বা অন্য কাউকে সে দংশন করতে ছাড়ে না।" এরপর তিনি লবণ এবং পানি আনতে বললেন, আর দংশিত স্থানকে লবণাক্ত পানিতে বার বার ডুবাতে লাগলেন আর সূরা ইখলাস ﴿ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ﴾ এবং সূরা ফালাক ও সূরা নাস- পড়ে দম দিতে থাকলেন। এমনকি তা ব্যথামুক্ত হয়ে গেল। (আল মোসান্নাফ ১২/১৫২)

আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কতিপয় সাহাবী সফরে ছিলেন, তাঁরা আরবের কোনো এক গোত্রের পাশ দিয়ে যেতে তাদের আতিথেয়তা চাইলেন,

তারা সাহাবীদের আবেদন গ্রহণ করলো না। কিছুক্ষণ পর গোত্রের লোকেরা এসে বলল, তোমাদের মধ্যে কি কোনো ঝাড়-ফুঁককারী আছে? গোত্রের সর্দার অসুস্থ বা তাকে বিষধর কিছু দংশন করেছে।

সাহাবীদের একজন বললেন, হ্যাঁ। তিনি তাকে সূরা ফাতেহা পড়ে ফুঁ দিলেন, লোকটি সুস্থ হয়ে গেল। তাকে বিনিময়ে এক পাল বকরি দেওয়া হলো, তিনি তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন। বললেন, আল্লাহর রাসূলকে জিজ্ঞাসা করা ছাড়া গ্রহণ করতে পারব না। তিনি রাসূলের নিকট ঘটনার বর্ণনা দিয়ে বললেন, হে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আল্লাহর নামের শপথ, আমি শুধু সূরা ফাতেহা পড়ে ফুঁ দিয়েছি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুচকি হেসে বললেন, "কে তোমাকে শেখাল যে, এ সূরা ঝাড়-ফুঁকে অব্যর্থ।" অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "বকরি থেকে তোমরা গ্রহণ কর, আর তোমাদের সাথে আমার জন্যও একটি অংশ রাখিও।" (মুসলিম: ২২১০)

দারকুতনীর এক রেওয়ায়েতে এসেছে, আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, আমি ﴿ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ﴾ সাতবার পড়েছি।

***

রোমাতিজমের চিকিৎসা

আপনার ডান হাত ব্যথার স্থানে রাখুন এবং তিনবার পড়ুন,

﴿وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ كِتَٰبًا مُّؤَجَّلًا ۗ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ ٱلدُّنْيَا نُؤْتِهِۦ مِنْهَا ۚ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ ٱلْءَاخِرَةِ نُؤْتِهِۦ مِنْهَا ۗ وَسَنَجْزِى ٱلشَّٰكِرِينَ﴾

"কোনো প্রাণীই আল্লাহর অনুমতি (সিদ্ধান্ত) ছাড়া মরবে না, (আল্লাহ তাআলার কাছে প্রত্যেকটি প্রাণীরই মৃত্যুর) দিনক্ষণ সুনির্দিষ্ট (হয়ে

আছে), যে ব্যক্তি পার্থিব পুরস্কারের প্রত্যাশা করে আমি তাকে (এ দুনিয়াতেই) তার কিছু অংশ দান করবো, আর যে ব্যক্তি আখিরাতের পুরস্কারের ইচ্ছা পোষণ করবে, আমি তাকে সে (চিরন্তন পাওনা) থেকেই এর প্রতিফল দান করবো এবং অচিরেই আমি (আমার প্রতি) কৃতজ্ঞদের (যথার্থ) প্রতিফল দান করবো।" (সূরা ৩; আলে ইমরান ১৪৫)

সূরা কদর [সম্পূর্ণ] সাতবার পড়ুন,

﴿ إِنَّآ أَنزَلْنَٰهُ فِى لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ ۝١ وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ ۝٢ لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ۝٣ تَنَزَّلُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ وَٱلرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ ۝٤ سَلَٰمٌ هِىَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ ٱلْفَجْرِ ۝٥ ﴾

"আমি ক্বদরের রাত্রিতে কুরআন নাযিল করেছি, আপনি কি জানেন ক্বদরের রাত্রিটি কী? ক্বদরের রাত্রি হাজার মাসের চেয়ে উত্তম। এ রাতে ফেরেশতা ও (তাদের সর্দার) রূহ (জিবরাঈল) তাদের মালিকের সব ধরনের আদেশ নিয়ে যমীনে প্রশান্তি অবতরণ করে, তা উষার আবির্ভাব পর্যন্ত থাকে।" (সূরা ৯৭; কদর ১-৫)

অথবা, আল্লাহ তাআলার এ বাণীটি পড়ুন,

﴿ أَوَلَمْ يَرَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ أَنَّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَٰهُمَا ۖ وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ كُلَّ شَىْءٍ حَىٍّ ۖ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ﴾

"যারা কুফরী করে তারা কি দেখে না, আসমানসমূহ ও পৃথিবী (এক সময়) ওতপ্রোতভাবে মিশে ছিলো। অতঃপর আমিই এদের উভয়কে আলাদা করে দিয়েছি এবং আমি প্রাণবান সব কিছুকেই পানি থেকে সৃষ্টি করেছি, (এসব জানার পরও) কি তারা ঈমান আনবে না?" (সূরা ২১; আম্বিয়া ৩০)

***

প্রোস্টেট গ্রন্থীর ব্যথায়

ব্যথার স্থানে হাত রেখে আল্লাহ তাআলার নিম্নোক্ত বাণীটুকু তিনবার পড়বেন,

﴿ اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ﴿١٠٦﴾ اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ﴿١٠٧﴾ ﴾

"তুমি কি জানো না, আল্লাহ তাআলা সব কিছুর ওপর ক্ষমতাবান। তুমি কি জানো না, আসমানসমূহ ও যমীনের সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্যেই নির্দিষ্ট। আল্লাহ ছাড়া তোমাদের কোনো বন্ধু নেই, নেই কোনো সাহায্যকারীও।" (সূরা ২; বাকারা ১০৬-১০৭)

***

প্রসব সহজ করার আমল

খাল্লাল বলেন, আবদুল্লাহ বিন আহমদ আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি আমার পিতাকে দেখেছি, তিনি (জনৈক মহিলার সন্তান প্রসবে যখন খুব কষ্ট হচ্ছিল তখন) সাদা পাত্রে অথবা যেকোনো পরিষ্কার প্লেটে ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত হাদীসটি তার (গর্ভবতীর) জন্যে লিখে দিলেন,

« لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ, سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ »

"আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য মা'বুদ নেই, তিনি মহাধৈর্যশীল ও সম্মানিত, মহান আরশের অধিপতি আল্লাহর জন্যে সকল পবিত্রতা।"

﴿ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴾

"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার নামে, তিনি সৃষ্টিকুলের মালিক।" (সূরা ১; ফাতিহা ১)

﴿ كَاَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوْٓا اِلَّا عَشِيَّةً اَوْ ضُحٰهَا ﴾

"(যেদিন এরা কিয়ামত দেখতে পাবে সেদিন (এদের মনে হবে) তারা এক বিকাল অথবা এক সকাল পরিমাণ সময় দুনিয়ায় অতিবাহিত করে এসেছে।" (সূরা ৭৯; নাযিআত ৪৬)

﴿ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ بَلَاغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ ﴾

"যেদিন সত্যিই তারা সেই আযাব (নিজেদের) সামনে দেখতে পাবে- যার ওয়াদা তাদের কাছে করা হয়েছিলো, তখন তাদের অবস্থা হবে এমন, যেন দুনিয়ায় তারা দিনের সামান্য এক মুহূর্ত সময় অতিবাহিত করে এসেছে; (মূলত এটি) একটি ঘোষণামাত্র, (এ ঘোষণা) যারা প্রত্যাখ্যান করেছে তাদের ছাড়া আর কাউকে সেদিন ধ্বংস করা হবে না।" (সূরা ৪৬; আহকাফ ৩৫)

নেককার পূর্বসূরিদের একদল কুরআনের বিশেষ বিশেষ আয়াতসমূহ লিখে তা পান করার অনুমতি দিয়েছেন এবং একে ঐ নিরাময়ের অন্তর্ভুক্ত করছেন, যা আল্লাহ কুরআনে রেখেছেন।

***

প্রসব সহজ হওয়ার আরেকটি তদবীর

গোলাপজল ও জাফরান দ্বারা পরিষ্কার পাত্রে

﴿ إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ ۝١ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ۝٢ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ ۝٣ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ ۝٤ ﴾

"যখন আসমান ফেটে যাবে, সে তো তার মালিকের আদেশটুকুই (তখন) পালন করবে এবং এটাই তো তাকে করতে হবে। যখন এ ভূমণ্ডলকে সম্প্রসারিত করা হবে, (মূহূর্তের মধ্যেই) সে তার ভেতরে যা আছে তা ফেলে দিয়ে খালি হয়ে যাবে।" (সূরা ৮৪; ইনশিক্বাক ১-৪)

আয়াতগুলো লিখে গর্ভবতীকে পান করাতে হবে এবং তার তলপেটের উপর পড়া পানির ছিটা দিতে হবে।[১]

(লেখা শুকানোর পর যমযম অথবা সুমিষ্ট পানির দ্বারা লেখা ধৌত করে মহান আল্লাহর নামের বরকতে পান করাবে ও ছিটা দেবে।)

***

জ্বরের চিকিৎসায়

মারওয়াযী (র) বলেন, আহমদের নিকট খবর পৌঁছেছে যে, আমি জরাক্রান্ত। তখন তিনি আমার জন্যে একটি চিরকুট লিখলেন, যাতে নিম্নোক্ত কথাগুলো ছিল:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ بِسْمِ اللّٰه وبا لله مُحَمَّدٌ رسول الله ﷺ : ﴿ يٰنَارُ كُوْنِيْ بَرْدًا وَّسَلٰمًا عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ ﴿٦٩﴾ وَاَرَادُوْا بِهٖ كَيْدًا فَجَعَلْنٰهُمُ الْاَخْسَرِيْنَ ﴿٧٠﴾ ﴾

রহমান রহীম আল্লাহ তাআলার নামে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আল্লাহর রাসূল, আল্লাহর নামে এবং আল্লাহর সাহায্যে।

"আমি বললাম, হে আগুন তুমি ইব্রাহীমের উপর শীতল এবং শান্তিময় হয়ে যাও। ওরা তাঁর বিরুদ্ধে একটা ফন্দি আঁটতে চাইল। আর আমি তাদের ক্ষতিগ্রস্ত করে দিলাম।" (সূরা ২১; আম্বিয়া ৬৯-৭০)

اَللّٰهُمَّ رَبَّ جِبْرِيْلَ، وَمِيْكَائِيْلَ، وَإِسْرَافِيْلَ اِشْفِ صَاحِبَ هٰذَا الْكِتَابِ بِحَوْلِكَ وَقُوَّتِكَ وَجَبَرُوْتِكَ وَإِلٰهَ الْحَقَّ آمِيْن-

হে জিবরাঈল, মিকাঈল ও ইস্রাফীলের মালিক আল্লাহ, আপনার শক্তি, ক্ষমতা ও দাপটের বদৌলতে এই চিরকুটওয়ালাকে সুস্থ করে দিন, হে সত্যের মাবুদ আপনি কবুল করুন।[২]

***

১. আত তিব্বুন্নব্বী: ইবনুল কাইয়্যেম আল যাউজিয়্যাহ, পৃ.- ২৭৭-২৭৮।
২. তিবেব নববী, হাফেয আবি আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আহমদ আয যাহাবী, পৃ- ২৮৫।

বড়দের অস্থিরতা আর শিশুদের ভয়ের চিকিৎসা

নিম্নের আয়াতগুলো গোলাপজল ও জাফরান দিয়ে কোনো পাত্রে লিখবে, শুকিয়ে যাওয়ার পর যমযম অথবা বৃষ্টির পানি দ্বারা ধৌত করে পান করাবে।

﴿ فَضَرَبْنَا عَلَىٰٓ اٰذَانِهِمْ فِى الْكَهْفِ سِنِيْنَ عَدَدًا ﴿١١﴾ ثُمَّ بَعَثْنٰهُمْ لِنَعْلَمَ اَىُّ الْحِزْبَيْنِ اَحْصٰى لِمَا لَبِثُوْٓا اَمَدًا ﴿١٢﴾ ﴾

"অতঃপর আমি গুহার ভেতরে তাদের কানে বহু বছর ধরে (ঘুমের) পর্দা লাগিয়ে রাখলাম। তারপর (এক পর্যায়ে) আমি তাদের (ঘুম থেকে) উঠিয়ে দিলাম, যাতে করে আমি একথা জেনে নিতে পারি (তাদের) দু'দলের মধ্যে কোন্ দলটি ঠিক করে বলতে পারে, তারা কতোদিন সেখানে অবস্থান করেছিল।" (সূরা ১৮; কাহফ ১১-১২)

ইমাম নববী (র) 'শারহুল মোহাযযাব' গ্রন্থে বলেন, যদি কুরআনের কোনো আয়াত পাত্রে লিখা হয়, অতঃপর উহাকে ধুয়ে রোগীকে পান করানো হয়। হাসান বসরী, মুজাহিদ, আবু ক্বেলারা এবং আওযায়ী (র) বলেন, এতে কোনো অসুবিধা নেই।

***

সূরা ইনশিরাহ [আলাম নাশরাহ] একটি পাত্রে লিখবে। শুকানোর পর যমযম অথবা বৃষ্টির পানি দিয়ে ধুয়ে আল্লাহর বরকতের আশা নিয়ে পান করবে।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ﴿١﴾ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ ﴿٢﴾ الَّذِي أَنقَضَ
ظَهْرَكَ ﴿٣﴾ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ﴿٤﴾ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٥﴾ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ
يُسْرًا ﴿٦﴾ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ﴿٧﴾ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب ﴿٨﴾

"(হে মুহাম্মদ!) আমি কি আপনার (জ্ঞান ধারণের) জন্যে আপনার বক্ষ উন্মুক্ত করে দেইনি? (হাঁ, অতঃপর) আমিই তো আপনার (ওপর) থেকে আপনার বোঝা নামিয়ে দিয়েছি, (এমন এক বোঝা) যা আপনার পিঠ নুইয়ে দিচ্ছিল, আমিই আপনার স্মরণকে সর্বোচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছি। অতঃপর কষ্টের সাথে অবশ্যই আরাম রয়েছে; নিশ্চয়ই কষ্টের সাথে আছে আরাম; অতঃপর যখনি আপনি অবসর পাবেন তখনি আপনি (ইবাদাতের) পরিশ্রমে লেগে যান এবং সম্পূর্ণ নিজের মালিকের অভিমুখী হন।" (সূরা ৯৪; ইন্‌শিরাহ ১-৮)

***

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে জ্বিনদের কুরআন কারীম শ্রবণের ঘটনা

মহান আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ وَإِذْ صَرَفْنَآ إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ ٱلْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقُرْءَانَ ۖ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوٓا۟ أَنصِتُوا۟ ۖ فَلَمَّا قُضِىَ وَلَّوْا۟ إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ ﴿٢٩﴾ قَالُوا۟ يَٰقَوْمَنَآ إِنَّا سَمِعْنَا كِتَٰبًا أُنزِلَ مِنۢ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِىٓ إِلَى ٱلْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٣٠﴾ ﴾

"(একবার), যখন একদল জ্বিনকে আমি আপনার কাছে পাঠিয়েছিলাম, তারা (আপনার) কুরআন (পাঠ) শুনছিল, যখন তারা সে স্থানে উপনীত হলো, তখন তারা বলতে লাগল, সবাই চুপ হয়ে যাও, অতঃপর যখন (কুরআন পাঠের) কাজ শেষ হয়ে গেল তখন তারা নিজের সম্প্রদায়ের কাছে (আল্লাহর আযাব থেকে) সতর্ককারী হিসেবেই ফিরে গেল। তারা বলল, হে আমাদের জাতি, আজ আমরা এমন এক গ্রন্থ (তার তিলাওয়াত) শুনে এসেছি, যা মূসার পরে নাযিল করা হয়েছে, (এ গ্রন্থ) আগের পাঠানো সব গ্রন্থের সত্যতা স্বীকার করে, এ (গ্রন্থ)-টি (সবাইকে) সত্য অবিচল ও সঠিক পথের দিকে পরিচালিত করে।" (সূরা ৪৬; আহকাফ ২৯-৩০)

যাবের (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে রাত্রিতে জ্বিনেরা আমার তিলাওয়াত শুনেছিল, আমি তাদের সামনে সূরা আর রাহমান পড়ছিলাম, তারা তোমাদের চেয়ে উত্তম সাড়াদানকারী ছিল। আমি যখনই ﴿ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾ (অতএব, [হে মানুষ ও জ্বিন]) তোমার তোমাদের মালিকের কোন্ নিয়ামত অস্বীকার করবে) এ আসতাম, তখনই তারা বলতো, وَلَا بِشَىْءٍ مِنْ نِعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ (হে আমাদের মালিক আপনার নিয়ামতের কোনো কিছুকেই আমরা অস্বীকার করছি না। তরাং আপনারই জন্যে সমস্ত প্রশংসা)।

***

বদ নজর (হিংসা) ও এ থেকে আত্মরক্ষার চিকিৎসা

হিংসা হচ্ছে কু-দৃষ্টির রোগ। জ্বিন এবং ইনসানের কু-দৃষ্টি থেকে শয়তানি শক্তির দ্বারা এর উৎপত্তি হয়। আর সুস্থতা, রোগমুক্তি ও ধনসম্পদের মতো নিয়ামতকে ধ্বংস করে দেয়। এ থেকে রক্ষা পেতে, নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে এবং এর চিকিৎসায় আমাদের কর্তব্য হলো, বেশি বেশি কুরআন তিলাওয়াত করা আর একনিষ্ঠতার সাথে সে মোতাবেক আমল করা।

আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সব সময় জ্বিন এবং মানুষের কু-দৃষ্টি থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাইতেন, এমনকি তার উপর মোয়াউয়েজাত নাযিল হয়। যখন معوذات তথা قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ [সূরা ফালাক] ও قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ [সূরা নাস] সূরাদ্বয় নাযিল হয় তখন তিনি এ দুটোকে আঁকড়ে ধরলেন আর বাকিগুলো ছেড়ে দিলেন। (জামে তিরমিযী: ২০৫৮)

***

জ্বিনের আছর (আক্রমণ) থেকে রক্ষার তদবীর

ওলামায়ে কেরাম ১০টি বিষয় প্রণয়ন করেছেন। ঈমানদার এগুলোকে অনুসরণ করলে নিজেকে আল্লাহর হুকুমে জ্বিনের আক্রমণ ও অনিষ্টতা থেকে রক্ষা করতে পারবে।

এক. সর্বদা আল্লাহর নিকট তাদের অনিষ্টতা থেকে আশ্রয় চাওয়া

﴿ وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطٰنِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ ؕ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴾

"যদি কখনো শয়তানের কুমন্ত্রণা আপনাকে প্ররোচিত করে তাহলে আপনি আল্লাহ তাআলার কাছে আশ্রয় চান; অবশ্যই তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।" (সূরা ৪২; ফুসসিলাত ৩৬)

দুই. সূরা ফালাক ﴿ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴾ ও নাস ﴿ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴾ পড়া।

তিন. আয়াতুল কুরসী পড়া। প্রিয় নবীর হাদীসে এসেছে, যখন তুমি রাত্রে শোবার জন্যে বিছানায় যাবে তখন আয়াতুল কুরসী সম্পূর্ণটা পড়বে। সব সময় আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমার উপর হেফাযতকারী থাকবে। সকাল পর্যন্ত শয়তান তোমার কাছে আসতে পারবে না।" (বুখারী: ৪/৩৯৬)

চার. সূরা বাকারা তিলাওয়াত করা। হাদীসে এসেছে, "তোমরা তোমাদের ঘরকেগুলোকে কবর বানিও না। যে ঘরে সূরা বাকারা পড়া হয়, শয়তান সে ঘরের কাছেও আসে না।"

পাঁচ. সূরা বাকারার শেষ দুটি আয়াত তিলাওয়াত করা।

﴿ اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَ الْمُؤْمِنُوْنَ ؕ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَ مَلٰٓئِكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ ۟ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ ۟ وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَ اَطَعْنَا ۫ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَ اِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ﴿٢٨٥﴾ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ؕ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ؕ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ اِنْ نَّسِيْنَآ اَوْ اَخْطَاْنَا ۚ رَبَّنَا وَ لَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ ۚ وَاعْفُ عَنَّا ۟ وَاغْفِرْ لَنَا ۟ وَ ارْحَمْنَا ۟ اَنْتَ مَوْلٰىنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٢٨٦﴾ ﴾

"(আল্লাহর) রাসূল সে বিষয়ের ওপর ঈমান এনেছে যা তার ওপর তার মালিকের পক্ষ থেকে নাযিল করা হয়েছে, আর যারা (সে রাসূলের ওপর) বিশ্বাস স্থাপন করেছে তারাও (সে একই বিষয়ের ওপর) ঈমান এনেছে। এরা সবাই ঈমান এনেছে আল্লাহর ওপর, তাঁর ফেরেশতাদের ওপর, তাঁর কেতাবসমূহের ওপর, তাঁর রাসূলদের ওপর। (তারা বলে,) আমরা তাঁর (পাঠানো) নবী-রাসূলদের কারো

মাঝে কোনো রকম পার্থক্য করি না; আর তারা বলে, আমরা তো (আল্লাহর নির্দেশ) শুনেছি এবং (তা) মেনেও নিয়েছি, হে আমাদের মালিক, (আমরা) তোমার ক্ষমা চাই এবং (আমরা জানি,) আমাদের (একদিন) তোমার কাছেই ফিরে যেতে হবে। আল্লাহ তাআলা কখনো কাউকেই তার শক্তি সামর্থ্যের বাইরে কোনো কাজের দায়িত্ব চাপিয়ে দেন না; সে ব্যক্তির জন্যে ততোটুকুই বিনিময় রয়েছে যতোটুকু সে (এ দুনিয়ায়) সম্পন্ন করবে, আবার সে যতোটুকু (মন্দ দুনিয়ায়) অর্জন করেছে তার ওপর তার (ততোটুকু শাস্তিই) পতিত হবে। (অতএব, হে মুমিন ব্যক্তিরা, তোমরা এই বলে দু'আ করো,) হে আমাদের মালিক, যদি আমরা কিছু ভুলে যাই, (কোথাও) যদি আমরা কোনো ভুল করে বসি, তার জন্যে তুমি আমাদের পাকড়াও করো না। হে আমাদের মালিক, আমাদের পূর্ববর্তী (জাতিদের) ওপর যে ধরনের বোঝা তুমি চাপিয়েছিলে তা আমাদের ওপর চাপিয়ো না। হে আমাদের মালিক, যে বোঝা বইবার সামর্থ্য আমাদের নেই তা তুমি আমাদের ওপর চাপিয়ে দিয়ো না, তুমি আমাদের ওপর মেহেরবানী করো। তুমি আমাদের মাফ করে দাও। আমাদের ওপর তুমি দয়া করো। তুমিই আমাদের (একমাত্র আশ্রয়দাতা) বন্ধু। অতএব কাফেরদের মোকাবেলায় তুমি আমাদের সাহায্য করো।" (সূরা ২; বাকারা ২৮৫-২৮৬)

ছয়. সূরা গাফের-এর প্রথম তিন আয়াত পড়বে-

﴿ حٰمٓ ۝١ تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ۝٢ غَافِرِ الذَّنْۢبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيْدِ الْعِقَابِ ۙ ذِى الطَّوْلِ ۭ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۭ اِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ۝٣ ﴾

"হা-মী-ম। এ গ্রন্থ আল্লাহ তাআলার কাছ থেকেই নাযিল হয়েছে, (তিনি পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ। (তিনি মানুষের) গুনাহ মাফ করেন, তাওবা কবুল করেন, (তিনি) শাস্তিদানে কঠোর, (তিনি) বিপুল প্রভাব-প্রতিপত্তির মালিক; তিনি ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই, (একদিন) তাঁর দিকেই (সবাইকে) ফিরে যেতে হবে।" (সূরা ৪০; মুমিন ১-৩)

সাত. একশত বার পড়তে হবে–

لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللهُ وَحْدَهٗ لاَ شَرِيْكَ لَهٗ ,لَهُ الْمُلْكُ, وَلَهُ الْحَمْدُ, وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

আট. বেশি বেশি আল্লাহর যিকির করা।

নয়. সর্বদা (ওযূ) পবিত্রাবস্থায় থাকা, সালাত আদায় করা, বিশেষ করে রাগের সময়।

দশ. অপ্রয়োজনীয় ও অতিরিক্ত দৃষ্টি, কথাবার্তা, খাওয়া-দাওয়া এবং মানুষের সংশ্রব থেকে নিজেকে দূরে রাখা। কেননা, শয়তান উল্লিখিত দরজাসমূহ দিয়ে মানুষের উপর তার কু-প্রভাব বিস্তার করে।

***

জ্বিনে আক্রান্ত ব্যক্তির চিকিৎসা

আক্রান্ত ব্যক্তির উপর সূরা ইয়াসিন পড়বে, আর তার কপালে লিখবে,

﴿ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ اِنَّهُمْ لَمُحْضَرُوْنَ ﴿١٥٨﴾ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ﴿١٥٩﴾ ﴾

"আর জ্বিনেরা জানে যে, এতে অন্য বান্দাদের মতো তারা আল্লাহ তাআলার আদেশের অধীন এবং তাদের মধ্যে যারা বদকার তাদের অবশ্যই শাস্তির জন্যে একদিন উপস্থিত করা হবে। এরা আল্লাহ তাআলা সম্পর্কে যেসব বেহুদা কথাবার্তা বলে আল্লাহ তাআলা তা থেকে পবিত্র-মহান।" (সূরা ৩৭; সাফফাত ১৫৮ ও ১৫৯)

উপরিউক্ত আমলের বদৌলতে আল্লাহর হুকুমে রোগী হুঁশ ফিরে পাবে এবং শয়তান তার শরীর থেকে সরে পড়বে, ইনশাআল্লাহ।

আর রোগীর কর্তব্য হবে, বেশি বেশি কিতাবুল্লাহ-এর তিলাওয়াত করা এবং এর বিধান মোতাবেক আমল করা। মহান আল্লাহ সত্যই বলেছেন,

﴿ فَاِذَا قَرَاْتَ الْقُرْاٰنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ﴿٩٨﴾ اِنَّهٗ لَيْسَ لَهٗ سُلْطٰنٌ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ﴿٩٩﴾ ﴾

"অতঃপর তুমি যখন কুরআন পড়তে শুরু করবে তখন বিতাড়িত শয়তান (-এর ওয়াসওয়াসা) থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাও। যারা (আল্লাহর ওপর) ঈমান আনে এবং (যাবতীয় কার্যকলাপে) তাদের মালিকের ওপর ভরসা করে, তাদের ওপর (শয়তানের) কোনোই আধিপত্য নেই।" (সূরা ১৬; নাহল ৯৮-৯৯)

***

জ্বিনে আক্রান্ত বা মৃগী রোগীর চিকিৎসা এবং তার উপসর্গগুলোকে জ্বালিয়ে দেওয়ার আরেকটি পদ্ধতি

প্রথমত: আক্রান্ত ব্যক্তির ডান কানে সাতবার আযান দেবে।

দ্বিতীয়ত: সূরা ফাতেহা, ফালাক ও নাস, আয়াতুল কুরসী, সূরা সাফফাত, সূরা হাশরের শেষের আয়াতগুলো এবং সূরা তারেক পড়বে।

এমনিভাবে মৃগী বা বেহুঁশ রোগীর হুঁশ ফিরিয়ে আনতে– ১১ বার আয়াতুল কুরসী পড়ে রোগীর মাথায় ফুঁ দেবে।

***

মৃগী রোগী এবং বেহুঁশ ব্যক্তির হুঁশ ফিরিয়ে আনতে

ইবনুস সুন্নী ইবনে মাসঊদ (রা) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি একবার এ ধরনের রোগীর কানে কুরআনের কতিপয় আয়াত পড়লেন, আর আল্লাহর রহমতে রোগী হুঁশ ফিরে পেল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তার কানে তুমি কী পড়েছ? ইবনে মাসঊদ বললেন নিম্নোক্ত আয়াতে কারীমা,

﴿ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنٰكُمْ عَبَثًا وَّأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُوْنَ ﴿١١٥﴾ فَتَعٰلَى
اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ۚ لَآ إِلٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ ﴿١١٦﴾ وَمَنْ يَّدْعُ

مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ ۙ لَا بُرْهَانَ لَهٗ بِهٖ ۙ فَاِنَّمَا حِسَابُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ ؕ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ
الْكٰفِرُوْنَ ﴿١١٧﴾ وَقُلْ رَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰحِمِيْنَ ﴿١١٨﴾

"তোমরা কি (সত্যি সত্যিই এটা ধরে নিয়েছ, আমি তোমাদের এমনিই অনর্থকই পয়দা করেছি এবং তোমাদের (কখনোই) আমার কাছে একত্রিত করা হবে না, (না, তা কখনো নয়,) মহিমান্বিত আল্লাহ তাআলা, তিনিই সব কিছুর যথার্থ মালিক, তিনি ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই, সম্মানিত আরশের একক অধিপতিও তিনি। অতএব, যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলাকে বাদ দিয়ে অন্য কোনো মাবুদকে ডাকে, তার কাছে যার (জন্যে) কোনো রকম সনদ নেই (সে যেন জেনে রাখে), তার হিসাব তার মালিকের কাছে (যথার্থই মজুদ) আছে। সেদিন তারা কোনো অবস্থায়ই সফলকাম হবে না যারা তাঁকে অস্বীকার করেছে। বলুন, হে আমার পালনকর্তা, ক্ষমা করুন ও অনুগ্রহ করুন। আর দয়ালুদের মধ্যে আপনি সর্বশ্রেষ্ঠ।" (সূরা ২৩; মুমিনুন ১১৫-১১৮)

তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, পরিপূর্ণ বিশ্বাস সহকারে কেউ যদি এ আয়াতগুলো পাহাড়ের উপর তিলাওয়াত করে, তাহলে পাহাড়ও সরে যাবে। (ইবনুস সুন্নী: ৬৫২)

***

যাবতীয় মানসিক রোগের চিকিৎসা

ইবনে দারিস সাঈদ ইবনে যোবাইর থেকে বর্ণনা করেন, তিনি একজন পাগল লোকের উপর সূরা ইয়াসিন পড়েছেন, আর সে সুস্থ হয়ে গেছে। (আল হামদুলিল্লাহ)

এ কথা সর্বজনবিদিত যে, সূরা ইয়াসিন হচ্ছে কুরআনের অন্তর! আমাদের জ্বিন ভাইয়েরা যখন উহার তিলাওয়াত শুনে তখন নিশ্চুপ হয়ে যায় এবং আল্লাহর নির্দেশের সামনে আত্মসমর্পণ করে।

আল্লাহ তাআলার বাণী,

قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا ﴿١﴾ يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ ۖ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا ﴿٢﴾

"(হে নবী!) আপনি বলুন, আমার কাছে এ মর্মে ওহী নাযিল করা হয়েছে, জ্বিনদের একটি দল (কুরআন) শুনেছে, অতঃপর তারা (নিজেদের লোকদের কাছে গিয়ে) বলেছে, আমরা এক বিস্ময়কর কুরআন শুনে এসেছি, যা (তার শ্রোতাকে) সঠিক (ও নির্ভুল) পথ প্রদর্শন করে। তাই আমরা তার ওপর ঈমান এনেছি এবং আমরা আর কখনো আমাদের মালিকের সাথে কাউকে শরীক করবো না।" (সূরা ৭২; জিন ১-২)

কুরআনের বরকতে জ্বিনেরা ওদের মস্তিষ্ক থেকে সরে যাবে যাদেরকে মস্তিষ্কের বিকৃতি পেয়ে বসেছিল। جُنُوْنٌ শব্দের উৎপত্তি جَنٌّ থেকে। কেননা, অধিকাংশ ক্ষেত্রে জ্বিনদের আক্রমণের কারণেই মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটে থাকে। এখন যখন আড়াল থেকে এ কুরআন (বিশেষ করে সূরা ইয়াসিন) মুসলিম অথবা কাফের জ্বিনের কর্ণ-কুহরে প্রবেশ করবে তখন উহা তাদেরকে রোগীর শরীর ও মন থেকে সরিয়ে দেবে এবং এদেরকে দূরে তাড়িয়ে দেবে। কারণ, কুরআনের আয়াতগুলো মুসলিম জ্বিনের সামনে হুমকি-ধমকি-শাস্তির ভয় প্রদর্শনকারী হিসেবে উপস্থিত হবে, যাতে করে সে আল্লাহকে ভয় করে। আর কাফির জ্বিনের ওপর তা বিদ্যুতের গর্জনের মতো পতিত হয় তখন সে ভয়ে যন্ত্রণায় পালিয়ে যায়। আর আসমান যমীনের চিরস্থায়ী সত্তা সুমহান আল্লাহর ইচ্ছায় রোগী তখন সুস্থ হয়ে ওঠে। আল্লাহ তো সবকিছুই করতে সক্ষম।

***

যাদু টোনার চিকিৎসা

ইবনে আবি হাতেম লাইছ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি শুনতে পেয়েছি যে, নিম্নের আয়াতগুলো যাদুটোনার চিকিৎসায় খুবই কার্যকরী। পানি ভর্তি পাত্রে আয়াতগুলো পড়ে ফুঁ দিবে। অতঃপর যাদুগ্রস্ত ব্যক্তির মাথায় উক্ত পানি ঢালবে।

আয়াতগুলো হচ্ছে,

﴿ فَلَمَّآ اَلْقَوْا قَالَ مُوْسٰى مَا جِئْتُمْ بِهِ ۙ السِّحْرُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَيُبْطِلُهٗ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿٨١﴾ وَيُحِقُّ اللّٰهُ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ ﴿٨٢﴾ ﴾

"তারা যখন (তাদের যাদুর বাণ) নিক্ষেপ করলো, তখন মূসা বললো, তোমরা যা নিয়ে এসেছো তা (তো আসলেই) যাদু; (দেখবে) অচিরেই আল্লাহ তাআলা তা ব্যর্থ করে দেবেন; আল্লাহ তাআলা কখনো ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের কাজকর্ম শুধরে দেন না। আল্লাহ তাআলা স্বীয় বাণী দ্বারা সত্যকে সত্য বলে প্রতিষ্ঠিত করেন, যদিও না-ফরমান মানুষরা একে খুবই অপ্রীতিকর মনে করে।" (সূরা ১০; ইউনুস ৮১-৮২)

﴿ وَاَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰٓى اَنْ اَلْقِ عَصَاكَ ۚ فَاِذَا هِىَ تَلْقَفُ مَا يَاْفِكُوْنَ ﴿١١٧﴾ ۚ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١١٨﴾ ۚ فَغُلِبُوْا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوْا صٰغِرِيْنَ ﴿١١٩﴾ ۚ وَاُلْقِىَ السَّحَرَةُ سٰجِدِيْنَ ﴿١٢٠﴾ ۚ ﴾

"অতঃপর আমি মূসার কাছে ওহী পাঠালাম (এবং তাকে বললাম এবার) তুমি (যমীনে) তোমার লাঠিটি নিক্ষেপ কর, (নিক্ষিপ্ত হবার সাথে সাথেই) তা তাদের অলীক বানোয়াটগুলোকে গ্রাস করে ফেলল। অতঃপর সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল, আর তারা যা কিছু বানিয়ে এনেছিল তা মিথ্যা প্রতিপন্ন হলো। সেখানে তারা সবাই

পরাভূত হলো এবং তারা লাঞ্ছিত হয়ে (ফিরে) গেল। অতঃপর (সত্যের সামেন) তাদের অবনত করে দেওয়া হলো।" (সূরা ৭; আরাফ ১১৭-১২০)

﴿ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا ۖ إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ ۖ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ ﴾

"(হে মূসা!) তোমার ডান হাতে যে (লাঠি) আছে তা (ময়দানে) নিক্ষেপ করো (দেখবে, এ যাবৎ) যা খেলা ওরা বানিয়েছে এটা সেগুলোকে গ্রাস করে ফেলবে, (মূলত) ওরা যা কিছুই করেছে তা তো (ছিলো) নেহায়েত যাদুকরের কৌশল; আর যাদুকর কখনো সফল হয় না, যে রাস্তা দিয়েই সে আসুক না কেন!" (সূরা ২০; ত্বা-হা ৬৯)

***

ভুলে যাওয়ার চিকিৎসা

দারেমী [হাদীস নং ৩৩৮৫] মূগীরা ইবনে ছোবাঈ থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি রাত্রে ঘুমানের পূর্বে সূরা বাকারার ১০টি আয়াত পড়বে সে কুরআন ভুলবে না।

- শুরু থেকে চার (১-৪) আয়াত [অত্র বইয়ের ৮৫ নং পৃষ্ঠা দ্র.]
- আয়াতুল কুরসী (২৫৫) [পৃষ্ঠা-৮৬ দ্র.]
- আয়াতুল কুরসীর পরবর্তী (২৫৬-২৫৭) দু'আয়াত [পৃষ্ঠা-৮৬ দ্র.]
- আর সর্বশেষ তিন (২৮৪-২৮৬) আয়াত।

﴿ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ ۖ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٨٤﴾ ﴾

[অবশিষ্ট দুই (২৮৫-২৮৬) আয়াত, পৃষ্ঠা-৮৭ দ্র.]

***

আবূ দাউদ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, যখন তুমি তোমার মনে কোনো ধরনের খারাপ চিন্তা বা কুমন্ত্রণা অনুভব কর তখন বল,

﴿ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾

"তিনি আদি, তিনি অন্ত, তিনি প্রকাশ্য, তিনি অপ্রকাশ্য এবং তিনি সর্ববিষয়ে সম্যক অবহিত।" (সূরা ৫৭; হাদীদ ৩)

আরেকটি পদ্ধতি হলো, ঘুমানোর পূর্বে রাত্রে সূরা গাফের পড়বে এবং ঘুম আসা পর্যন্ত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর দুরূদ শরীফ পড়তে থাকবে।

মহান আল্লাহর বরকতে আরেকটি পরীক্ষিত তদবীর

ইমাম মুসলিম (র) তাঁর সহীহতে, আহমদ (র) তাঁর মুসনাদে, আর ইবনে মাজাহ তার সুনানে আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "ইবনে আদম যখন সাজদার আয়াত (অথবা সূরা আলিফ-লাম-মীম-সাজদা) তিলাওয়াত করে তখন শয়তান দূরে সরে যায় আর কাঁদে এবং বলে, আমার জন্যে ধ্বংস, ইবনে আদমকে সাজদার নির্দেশ দেওয়ায় সে সাজদা করেছে। তার জন্যে জান্নাত। আর আমি সাজদার নির্দেশ পেয়ে অবাধ্য হয়েছি। সুতরাং আমার জন্যে জাহান্নাম।" (সহীহ মুসলিম: ৮১, সুনানে ইবনে মাযাহ: ১০৫২ ও মুস্তাদরাক আহমদ: ২/৪৪০)

অতএব, রোগী সূরা সাজদা পড়বে এবং আয়তুস সাজদায় এসে সাজদা দেবে, প্রত্যেহ বার বার নির্দিষ্ট সময়ে পড়বে, তখন সে আরাম বোধ করবে, শয়তান তার নিকট থেকে দূরে সরে যাবে, আর আল্লাহ তাকে রোগ মুক্ত করে দেবেন।

আবূ হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "মানুষদের অবস্থা এমন হবে যে, তাদের একজন বলে বসবে, এ আল্লাহ সৃষ্টির স্রষ্টা, তাঁর স্রষ্টা কে? তারা যখন এমনটি বলবে, তখন তোমরা বল,

﴿ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۝١ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۝٢ لَمْ يَلِدْ ۙ وَ لَمْ يُوْلَدْ ۝٣ وَ لَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۝٤ ﴾

"(হে মুহাম্মদ!) আপনি বলুন, তিনিই আল্লাহ, তিনি এক একক, আল্লাহ কারোই মুখাপেক্ষী নন, তাঁর থেকে কেউ জন্ম নেয়নি, আর তিনিও কারো থেকে জন্মগ্রহণ করেননি, আর তাঁর সমতুল্য দ্বিতীয় কেউ-ই নেই।" (সূরা ১১২; ইখলাস ১-৪)

এরপর বাম দিকে তিন বার থু থু ফেলবে এবং শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাইবে।

***

ক্যান্সার চিকিৎসায়

প্রথমে এ কঠিন ব্যাধির রব্বানী চিকিৎসার বিস্তারিত আলোচানায় প্রবেশের শুরুতে এ কথা বলে নিচ্ছি যে, আমি এ চিকিৎসা আবিষ্কারের দাবিদার নই। সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে আর প্রকৃত উপযুক্তের প্রতি কৃতিত্বকে ফেরাতে স্পষ্ট করে দিচ্ছি যে, এ রব্বানী চিকিৎসাকে যিনি বাস্তবে প্রয়োগ করেছেন তিনি সৌদি আরবের একজন বুজর্গ সম্মানিত ভাই। তিনি ১১৮টি ক্যান্সার বিষয়ক চিকিৎসা করেছেন। যার মধ্যে ব্লাড ক্যান্সার, জরায়ু ক্যান্সার, স্তন ক্যান্সার, পাকস্থলী ও ফুসফুসের ক্যান্সার অন্তর্ভুক্ত ছিল। আল্লাহ তাআলা এসব অবস্থাতেই পরিপূর্ণ সুস্থতা দান করেছেন। মুসলিমদের উপকারার্থে এ চিকিৎসা ছড়িয়ে দিতে মোহতারামের অনুমতি চাচ্ছি। আশা করা যায়, আল্লাহ তাআলা এর বদৌলতে মুসলমানদের ব্যথাসমূহ দূর করে দেবেন এবং আমাদেরকে এর দ্বারা উপকৃত করবেন।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۙ وَلَا يَزِيْدُ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا خَسَارًا ﴾

"আর আমি কুরআনে যা কিছু নাযিল করি তা হচ্ছে ঈমানদারদের জন্যে (তাদের রোগের) উপশমকারী ও রহমত, কিন্তু এ সত্ত্বেও তা যালিমদের জন্যে ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই বৃদ্ধি করে না।" (সূরা ১৭; বনী ইসরাঈল ৮২)

সুস্থতা লাভের জন্যে আল্লাহ তাআলা ঈমানের শর্ত জুড়ে দিয়েছেন এবং জোরালোভাবে এ কথাটি সাব্যস্ত করেছেন যে, 'সুস্থতা এ কুরআনে রয়েছে'। তিনি এ উদ্দেশ্য করেননি যে, যে সুস্থতা কুরআন থেকে মিলবে তা শুধু হৃদয়ের সুস্থতা; বরং এখানে সব ধরনের সুস্থতার কথা বলা হয়েছে।

﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ﴾

সম্প্রতি সর্বশেষ যে সকল রোগের চিকিৎসা কুরআন কারীম দ্বারা সম্পন্ন হয়েছে, যেগুলোর ব্যাপারে ডাক্তার নিরাশ হয়ে রোগীর হায়াত দু সপ্তাহের মধ্যে বেঁধে দিয়েছে, সেসব রোগের মধ্যে ক্যান্সার অন্যতম। এ জাতীয় বিভিন্ন রকমের ১১৮টি ক্যান্সারের চিকিৎসা আল্লাহর হুকুমে আল কুরআন দ্বারা সফলভাবে পরিপূর্ণ সুস্থতা লাভের মাধ্যমে শেষ হয়েছে।

এ রোগের চিকিৎসায় মূল করণীয় হচ্ছে–

* কুরআনে কারীম শোনা।
* কুরআন পড়ে ফুঁ দেওয়া পানি পান করা, গোসল করা।
* ক্যান্সার আক্রান্ত অঙ্গে কুরআন পড়ে ফুঁ দেওয়া, জয়তুন তেল [অলিভ অয়েল] মালিশ করা।

যে আয়াতগুলো পড়তে হবে, তা নিম্নরূপ:

১. সূরা ফাতেহা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۙ﴿۲﴾ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۙ﴿۳﴾ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ؕ﴿۴﴾ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ؕ﴿۵﴾ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۙ﴿۶﴾ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ۬ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ﴿۷﴾ ﴾

২. সূরা বাকারার প্রথম ৫টি আয়াত,

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿ الٓمّٓ ﴿۱﴾ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۛ فِيْهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ۙ﴿۲﴾ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۙ﴿۳﴾ وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ؕ﴿۴﴾ اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ ۗ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿۵﴾ ﴾

৩. সূরা বাকারার ১৬৪, ১৬৫ নং আয়াত

﴿ اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِيْ تَجْرِيْ فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ مَّآءٍ فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَآبَّةٍ ۪ وَّتَصْرِيْفِ الرِّيٰحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ﴿۱۶۴﴾ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّتَّخِذُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَنْدَادًا يُّحِبُّوْنَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ ؕ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ ؕ وَلَوْ يَرَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْٓا اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ ۙ اَنَّ الْقُوَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا ۙ وَّاَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعَذَابِ ﴿۱۶۵﴾ ﴾

৪. আয়াতুল কুরসী ও তার পরবর্তী দু আয়াত

﴿ اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ۚ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ۭ لَهٗ مَا فِي
السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۭ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗٓ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ۭ يَعْلَمُ مَا
بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖٓ اِلَّا بِمَا شَاۗءَ ۚ
وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ۚ وَلَا يَـــُٔـوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ
﴿٢٥٥﴾ لَآ اِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ ۣ قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَّكْفُرْ
بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْۢ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى ۗ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۭ
وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿٢٥٦﴾ اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۙ يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى
النُّوْرِ ۭ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَوْلِيٰۗـــُٔهُمُ الطَّاغُوْتُ ۙ يُخْرِجُوْنَهُمْ مِّنَ النُّوْرِ اِلَى
الظُّلُمٰتِ ۭ اُولٰۗىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿٢٥٧﴾ ﴾

৫. সূরা বাকারার শেষ দু আয়াত

﴿ اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ۭ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَ
مَلٰۗىِٕكَتِهٖ وَكُتُبِهٖ وَرُسُلِهٖ ۣ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ ۣ وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَ
اَطَعْنَا ۡ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ﴿٢٨٥﴾ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا
وُسْعَهَا ۭ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۭ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ اِنْ نَّسِيْنَآ
اَوْ اَخْطَاْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهٗ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ
قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ ۚ وَاعْفُ عَنَّا ۣ وَاغْفِرْ لَنَا ۣ وَ
ارْحَمْنَا ۣ اَنْتَ مَوْلٰىنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٢٨٦﴾ ﴾

৬. সূরা আলে ইমরানের প্রথম পাঁচ আয়াত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿ الٓمّٓ ۝١ اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۙ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ۝٢
نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَ اَنْزَلَ التَّوْرٰىةَ وَ
الْاِنْجِيْلَ ۝٣ مِنْ قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَ اَنْزَلَ الْفُرْقَانَ ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا
بِاٰيٰتِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ؕ وَ اللّٰهُ عَزِيْزٌ ذُو انْتِقَامٍ ۝٤ اِنَّ اللّٰهَ لَا
يَخْفٰى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَآءِ ۝٥ ﴾

৭. সূরা আলে ইমরানের ১৮ নং আয়াত

﴿ شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۙ وَالْمَلٰٓئِكَةُ وَاُولُوا الْعِلْمِ قَآئِمًا بِالْقِسْطِ ؕ لَآ
اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝١٨ ﴾

৮. সূরা আলে ইমরানের ২৬ ও ২৭ নং আয়াত

﴿ قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَآءُ وَ تَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ
تَشَآءُ ۫ وَ تُعِزُّ مَنْ تَشَآءُ وَ تُذِلُّ مَنْ تَشَآءُ ؕ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ؕ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝٢٦ تُوْلِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَ تُوْلِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ ۫ وَ تُخْرِجُ
الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَ تُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ ۫ وَ تَرْزُقُ مَنْ تَشَآءُ بِغَيْرِ
حِسَابٍ ۝٢٧ ﴾

৯. সূরা আ'রাফের ৫৪, ৫৫ ও ৫৬ নং আয়াত

﴿ اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى
عَلَى الْعَرْشِ ۫ يُغْشِي الَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهٗ حَثِيْثًا ۙ وَّ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ وَ
النُّجُوْمَ مُسَخَّرٰتٍ بِاَمْرِهٖ ؕ اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَ الْاَمْرُ ؕ تَبٰرَكَ اللّٰهُ رَبُّ

الْعٰلَمِيْنَ ﴿٥٤﴾ اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّ خُفْيَةً ۚ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ
﴿٥٥﴾ وَ لَا تُفْسِدُوْا فِي الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا وَ ادْعُوْهُ خَوْفًا وَّ طَمَعًا ۚ اِنَّ
رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٥٦﴾ ﴾

১০. সূরা আ'রাফের ১১৭, ১১৮ ও ১১৯ নং আয়াত

﴿ وَ اَوْحَيْنَاۤ اِلٰى مُوْسٰۤى اَنْ اَلْقِ عَصَاكَ ۚ فَاِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَاْفِكُوْنَ
﴿١١٧﴾ ۚ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَ بَطَلَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١١٨﴾ ۚ فَغُلِبُوْا هُنَالِكَ وَ
انْقَلَبُوْا صٰغِرِيْنَ ﴿١١٩﴾ ﴾

১১. সূরা ইউনুসের ৭৯, ৮০, ৮১ ও ৮২ আয়াত

﴿ وَ قَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُوْنِيْ بِكُلِّ سٰحِرٍ عَلِيْمٍ ﴿٧٩﴾ فَلَمَّا جَآءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ
مُّوْسٰۤى اَلْقُوْا مَاۤ اَنْتُمْ مُّلْقُوْنَ ﴿٨٠﴾ فَلَمَّاۤ اَلْقَوْا قَالَ مُوْسٰى مَا جِئْتُمْ بِهِ ۙ
السِّحْرُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَيُبْطِلُهٗ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿٨١﴾ وَ
يُحِقُّ اللّٰهُ الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ ﴿٨٢﴾ ﴾

১২.সূরা ত্বা-হার ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৬৮ ও ৬৯ নং আয়াত

﴿ قَالُوْا يٰمُوْسٰۤى اِمَّاۤ اَنْ تُلْقِيَ وَ اِمَّاۤ اَنْ نَّكُوْنَ اَوَّلَ مَنْ اَلْقٰى ﴿٦٥﴾ قَالَ بَلْ
اَلْقُوْا ۚ فَاِذَا حِبَالُهُمْ وَ عِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ اِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ اَنَّهَا تَسْعٰى ﴿٦٦﴾
فَاَوْجَسَ فِيْ نَفْسِهٖ خِيْفَةً مُّوْسٰى ﴿٦٧﴾ قُلْنَا لَا تَخَفْ اِنَّكَ اَنْتَ الْاَعْلٰى
﴿٦٨﴾ وَ اَلْقِ مَا فِيْ يَمِيْنِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوْا ﴿٦٩﴾ ﴾

১৩. সূরা আল মু'মিনূন-এর ১১৫, ১১৬, ১১৭ ও ১১৮ নং আয়াত

﴿ اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنٰكُمْ عَبَثًا وَّ اَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُوْنَ ﴿١١٥﴾ فَتَعٰلَى
اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ ﴿١١٦﴾ وَمَنْ يَّدْعُ
مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ ۙ لَا بُرْهَانَ لَهٗ بِهٖ ۙ فَاِنَّمَا حِسَابُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ ؕ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ
الْكٰفِرُوْنَ ﴿١١٧﴾ وَقُلْ رَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰحِمِيْنَ ﴿١١٨﴾ ﴾

১৪. সূরা হাশরের ২১, ২২, ২৩ ও ২৪ নং আয়াত

﴿ لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ لَّرَاَيْتَهٗ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ
اللّٰهِ ؕ وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ﴿٢١﴾ هُوَ اللّٰهُ
الَّذِيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۚ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ﴿٢٢﴾ هُوَ
اللّٰهُ الَّذِيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ
الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ؕ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿٢٣﴾ هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ
الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ؕ يُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ
هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٢٤﴾ ﴾

১৫. সূরা সাফফাতের প্রথম ১৫ আয়াত

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿ وَالصّٰٓفّٰتِ صَفًّا ﴿١﴾ فَالزّٰجِرٰتِ زَجْرًا ﴿٢﴾
فَالتّٰلِيٰتِ ذِكْرًا ﴿٣﴾ اِنَّ اِلٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ ﴿٤﴾ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا
بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ ﴿٥﴾ اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِزِيْنَةِ الْكَوَاكِبِ ﴿٦﴾

وَ حِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطٰنٍ مَّارِدٍ ﴿٧﴾ لَا يَسَّمَّعُوْنَ اِلَى الْمَلَاِ الْاَعْلٰى وَ يُقْذَفُوْنَ
مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ﴿٨﴾ دُحُوْرًا وَّ لَهُمْ عَذَابٌ وَّاصِبٌ ﴿٩﴾ اِلَّا مَنْ خَطِفَ
الْخَطْفَةَ فَاَتْبَعَهٗ شِهَابٌ ثَاقِبٌ ﴿١٠﴾ فَاسْتَفْتِهِمْ اَهُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمْ مَّنْ
خَلَقْنَا ؕ اِنَّا خَلَقْنٰهُمْ مِّنْ طِيْنٍ لَّازِبٍ ﴿١١﴾ بَلْ عَجِبْتَ وَ يَسْخَرُوْنَ ﴿١٢﴾ وَ
اِذَا ذُكِّرُوْا لَا يَذْكُرُوْنَ ﴿١٣﴾ وَ اِذَا رَاَوْا اٰيَةً يَّسْتَسْخِرُوْنَ ﴿١٤﴾ وَ قَالُوْٓا اِنْ
هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿١٥﴾ ﴾

১৬. সূরা আর রহমানের ৩১, ৩২ ও ৩৩ নং আয়াত

﴿ سَنَفْرُغُ لَكُمْ اَيُّهَ الثَّقَلٰنِ ﴿٣١﴾ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٣٢﴾ يٰمَعْشَرَ
الْجِنِّ وَ الْاِنْسِ اِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ تَنْفُذُوْا مِنْ اَقْطَارِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ
فَانْفُذُوْا ؕ لَا تَنْفُذُوْنَ اِلَّا بِسُلْطٰنٍ ﴿٣٣﴾ ﴾

১৭. সূরা মূলক-এর ৩ ও ৪ নং আয়াত

﴿ فَارْجِعِ الْبَصَرَ ۙ هَلْ تَرٰى مِنْ فُطُوْرٍ ﴿٣﴾ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ
يَنْقَلِبْ اِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَّ هُوَ حَسِيْرٌ ﴿٤﴾ ﴾

১৮. সূরা আল কালাম-এর ৫১ ও ৫২ নং আয়াত

﴿ وَ اِنْ يَّكَادُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَيُزْلِقُوْنَكَ بِاَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَ
يَقُوْلُوْنَ اِنَّهٗ لَمَجْنُوْنٌ ﴿٥١﴾ وَ مَا هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿٥٢﴾ ﴾

১৯. সূরা আল জিন্-এর ৩ নং আয়াত

﴿ وَّ اَنَّهٗ تَعٰلٰى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَّ لَا وَلَدًا ﴾

২০. সূরা কাফেরূন

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿قُلْ يٰٓاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ ۙ﴿١﴾ لَآ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ ۙ﴿٢﴾ وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ ۚ﴿٣﴾ وَلَآ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ ۙ﴿٤﴾ وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ ؕ﴿٥﴾ لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ ﴿٦﴾﴾

২১. সূরা আল ফালাক

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۙ﴿١﴾ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۙ﴿٢﴾ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ ۙ﴿٣﴾ وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِي الْعُقَدِ ۙ﴿٤﴾ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ﴿٥﴾﴾

২২. সূরা আন নাস

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۙ﴿١﴾ مَلِكِ النَّاسِ ۙ﴿٢﴾ اِلٰهِ النَّاسِ ۙ﴿٣﴾ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ ۙ الْخَنَّاسِ ۙ﴿٤﴾ الَّذِيْ يُوَسْوِسُ فِيْ صُدُوْرِ النَّاسِ ۙ﴿٥﴾ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ﴿٦﴾﴾

যা করতে হবে-

১. উল্লিখিত আয়াতে কারীমাগুলো ৭ বার পড়তে হবে, এতটুকু পরিমাণ পানিতে যা প্রত্যহ একবার গোসল এবং তিন গ্লাস পানি পান করার জন্যে যথেষ্ট হয়।

২. উপরিউক্ত আয়াতগুলো এতটুকু পরিমাণ যায়তুন তেলের মধ্যে পড়ে ফুঁ দেবে যা আক্রান্ত অঙ্গে ২১ দিন মালিশ করা যায়।

উল্লিখিত আয়াতগুলো পড়ার পর নিম্নোক্ত দু'আগুলো পানি এবং যায়তুন তেলের উপর পড়তে হবে

সাতবার পড়তে হবে–

«اَللّٰهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أَذْهِبِ الْبَأْسَ اِشْفِ وَأَنْتَ الشَّافِيْ لَاشِفَاءَ اِلاَّ شِفَاؤُكَ شِفَاءًلاَيُغَادِرُ سَقَماً»

সাতবার পড়তে হবে–

«أَسْأَلُ اللهَ الْعَظِيْمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ أَنْ يَشْفِيْكَ»

তিনবার পড়তে হবে–

«أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِهٖ وَعِقَابِهٖ وَمِنْ شَرِّعِبَادِهٖ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ وَأَنْ يَحْضُرُوْنَ»

এরপর পড়তে হবে–

«بِسْمِ اللهِ الشَّافِيْ,اَللّٰهُمَّ اشْفِ عَبْدَكَ وَصَدَقَ رَسُوْلُكَ ﷺ»

পূর্বোক্ত আয়াত এবং দু'আগুলো উল্লিখিত সংখ্যা অনুসারে পানি এবং যায়তুনের উপর পড়ার পর দৈনিক একবার করে গোসল করতে হবে। প্রত্যহ এক গ্লাস করে পড়া পানি সকাল, দুপুর এবং রাতে পান করতে হবে আর আক্রান্ত স্থানে যায়তুনের তৈল মালিশ করতে হবে। সংক্রমণ যদি রক্তে হয়ে থাকে তাহলে মেরুদণ্ড এবং ডান ও বাম পায়ে তেল মালিশ করবে। আর যদি অন্য জায়গায় যেমন স্তন, জরায়ু, পাকস্থলী অথবা ফুসফুসে সংক্রমণ হয়ে থাকে তাহলে বাইরে থেকে নির্দিষ্ট অঙ্গে যায়তুন তেল মালিশ করবে।

যায়তুনের তেল মালিশ করার পাশাপাশি ২১ দিন পর্যন্ত প্রত্যহ গোসল করতে হবে। উক্ত ঝাড়-ফুঁকের তেলাওয়াত প্রত্যেক সপ্তাহে কমপক্ষে ১ বার করে করবে। মহান আল্লাহর হুকুমে রোগী সুস্থ হয়ে যাবে। আলহামদুলিল্লাহ!

***

মানুষদের অনেকেই মনে করে যে, কুরআন হচ্ছে শুধু নামাযে পড়া, তাজবীদ সহকারে সুন্দর করে তিলাওয়াত করা, সুস্থতা লাভ করা, আর সুন্দর করে লিখে দেয়ালের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা। তারা এমন মনে করে কুরআনকে সীমিত করে দিল। বরং এতে করে তারা কুরআনের মহান পবিত্র লক্ষ্য উদ্দেশ্যকেই ত্যাগ করল। আর সেটি হচ্ছে যমিনে রাব্বুল আলামিনের সার্বভৌমত্বকে বাস্তবায়ন করা। মানব সৃষ্টির মূল লক্ষ্য এটিই।

আল্লাহ তাআলা বলেন, ﴿ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾

"আমি যমীনে খলিফা বানাতে চাই।" (সূরা ২; বাকারা ৩০)

﴿ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ﴾

"আমি আপনাকে মানবজাতির জন্য নেতা বানাতে চাই।" (সূরা ২; বাকারা ১২৪)

সুতরাং, আহকামুল হাকিমীন আল্লাহ, যিনি স্বীয় বিধান বাস্তবায়নকে মানুষের জন্যে ইবাদাত হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন, তাঁর বিধানই হচ্ছে হক (সত্য)। একে প্রতিষ্ঠা না করলে দীন প্রতিষ্ঠিত হবে না।

﴿ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۖ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾

"আইন-বিধান জারি করার অধিকার একমাত্র আল্লাহ তাআলার। আর (এ বিধানের বলেই) তিনি আদেশ দিচ্ছেন, তোমরা তাঁর ছাড়া অন্য কারো গোলামি করবে না। (কারণ) এটাই হচ্ছে সঠিক জীবনবিধান, কিন্তু মানুষদের অধিকাংশই (এটা) জানে না।" (সূরা ১২; ইউসুফ ৪০)

এটিই হচ্ছে কুরআনের মহান লক্ষ্য, তথা মানুষদেরকে তাদের স্রষ্টার গোলাম বানানো, যাতে করে তারা সুখী, সম্মানিত, সৌভাগ্যবান হিসেবে জীবনযাপন করতে পারে। কিন্তু আমরা এ ধর্ম-বিমুখতার যুগে কুরআন ছেড়ে দেওয়ার যে চিত্র দেখছি, তা মানবতার কপালে লজ্জাকর ত্রুটি এবং কাল চিহ্ন ছাড়া আর কিছু নয়, যা সে তার নিজের

জন্যে দুর্ভাগ্য ও হতাশা নিয়ে এসেছে। আর ধর্ম এবং রাষ্ট্রকে আলাদা করে কুরআন মোতাবেক শাসনকর্ম পরিচালনা না করা এবং অপমানকর মানবরচিত বর্বর জীবনবিধানের অধীনে আশ্রয় গ্রহণের ফলশ্রুতিতে তাদের এ করুণ পরিণতি ঘটেছে।

আল্লাহ তাআলা সত্য বলেছেন,

﴿ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴾

"তবে কি তারা পুনরায় জাহেলিয়াতের বিচারব্যবস্থা তালাশ করছে? অথচ যারা (আল্লাহতে) দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে, তাদের কাছে আল্লাহ তাআলার চাইতে উত্তম বিচারক আর কে হতে পারে?" (সূরা ৫; মায়িদা ৫০)

মহান আল্লাহ আরো বলেন,

﴿ وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰٓئِكَ هُمُ الظَّٰلِمُونَ ﴾

"যারা আল্লাহর নাযিল করা আইন অনুযায়ী বিচার ফায়সালা করে না। তারাই হচ্ছে যালিম।" (সূরা ৫; মায়িদা ৪৫)

মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই আমার ঐ সকল ভাইদেরকে উপরিউক্ত কথাগুলো বলছি– আল্লাহই আমার জন্যে যথেষ্ট। তিনি কত না উত্তম কর্মবিধায়ক। যারা ইসলামের দাবি করেন অথচ ইসলামী শরী'আত মোতাবেক শাসনকার্য পরিচালনা করেন না। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা নিষিদ্ধ করেছেন তা নিষিদ্ধ করেন না, ইহুদী-খ্রিস্টান-কাফেরদের সাথে বন্ধুত্ব রাখেন। অথচ আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

﴿ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ﴾

"তোমাদের মধ্যে কেউ যদি এদেরকে বন্ধু বানিয়ে নেয়, তাহলে সে তাদেরই দলভুক্ত হয়ে যাবে।" (সূরা ৫; মায়িদা ৫১)

এ কারণে একজন মুসলিম হিসেবে আমার কর্তব্য হচ্ছে, এ বিষয়টি খোলাসা করে দেওয়া যে, কুরআন লটকানোর জন্যে তাবিজ আর কতিপয় নিদর্শন শুধু নয়, বরং মানুষের জন্যে সর্বোৎকৃষ্ট আদর্শ সম্বলিত জীবনবিধান। এর বদৌলতেই মানুষ আল্লাহর প্রকৃত বান্দা হতে পারবে।

শায়খ বিন উসাইমীন-এর অভিমত বা ফতোয়া

"রোগীর উপর কুরআন পড়ে ফুঁক দেওয়া শরী'আতসম্মত"

শায়খ মুহাম্মদ বিন সালেহ আল উসাইমীন (র) সৌদি আরবের উচ্চ ওলামা পরিষদের সদস্য। তিনি তাঁর এক ফতোয়ায় বলেন, যাদু অথবা অন্য যেকোনো রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির ওপর কুরআনে কারীম অথবা শরী'আত অনুমোদিত দু'আসমূহ দ্বারা ফুঁ দিতে কোনো অসুবিধা নেই। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এটি প্রমাণিত যে, তিনি তাঁর সাহাবীদেরকে ঝাড়-ফুঁক করেছেন। যে সকল দু'আ পড়ে তিনি ফুঁ দিতেন তার মধ্যে একটি হচ্ছে এ রকম:

« رَبَّنَا اللهُ الَّذِىْ فِى السَّمَاءِ تَقَدَّسَ اِسْمُكَ, أَمْرُكَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ, كَمَا رَحْمَتُكَ فِي السَّمَاءِ فَاجْعَلْ رَحْمَتَكَ فِي الْأَرْضِ, أَنْزِلْ رَحْمَتَكَ وَاشْفِ مِنْ شِفَائِكَ عَلَى هٰذَا الْوَجَعِ »

আল্লাহর রহমতে রোগী সুস্থ হয়ে যেত।

শরী'আতসম্মত দু'আগুলোর মধ্যে আরো রয়েছে,

« بِسْمِ اللهِ أُرْقِيْكَ مِنْ كُلِّ دَاءٍ يُؤْذِيْكَ, مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْعَيْنٍ حَاسِدٍ اللهُ يَشْفِيْكَ بِسْمِ اللهِ أُرْقِيْكَ »

আরেকটি হলো: শরীরের ব্যাথাক্রান্ত জায়গায় হাত রেখে বলবে,

« بِسْمِ اللهِ .. أَعُوْذُ بِعِزَّةِ اللهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ »

এছাড়া অন্যান্য দু'আ, যা ওলামায়ে কেরাম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হাদীসের আলোকে স্থির করেছেন, সেগুলো দিয়ে ঝাড়-ফুঁক করা যাবে।

উক্ত ফতওয়ায় শায়খ আল উসাইমীন গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় যোগ করেছেন, "তবে আয়াত এবং দু'আগুলো লিখে তাবীজ আকারে

ঝুলানোর বৈধতা নিয়ে ওলামায়ে কেরাম মতবিরোধ করেছেন। তাঁদের মধ্যে একদল একে বৈধ বলেছেন। আরেক দল নিষেধ করেছেন। নিষেধের মতটিই অধিকতর গ্রহণযোগ্য। কেননা, লিখে তাবিজ আকারে ব্যবহারের কোনো কথা হাদীসে আসেনি। শুধু পড়ে ফুঁ দেওয়ার কথা এসেছে। কাজেই আয়াত এবং দু'আগুলোকে লিখে রোগীর গলায় অথবা শরীরে অথবা বালিশের নিচে অথবা অন্য কোথাও ঝুলিয়ে রাখার অনুমতি শরী'আতে না থাকায় বিশুদ্ধ মতানুযায়ী এগুলো নিষিদ্ধ কার্যাবলির অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচিত হবে। শরী'আতের অনুমোদন ব্যতীত একটিকে আরেকটির জন্যে 'কারণ' বানানো শিরক। কেননা, যাকে আল্লাহ ছাবব বানাননি এ ক্ষেত্রে তাকে ছাব্ব বানানো হচ্ছে। শায়খ উসাইমীন তাবীজ ঝুলানোর বিধান আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, এটি দু'প্রকার-

এক. যা ঝুলানো হচ্ছে, তা কুরআন থেকে নেওয়া;

দুই. কুরআন নয়, আবার অর্থও বোধগম্য নয়।

প্রথম প্রকার অর্থাৎ কুরআন থেকে লিখে ঝুলানো, এ ব্যাপারে পূর্বের এবং পরের আলেমদের মধ্যে কেউ কেউ অনুমতি দিয়েছেন। আমার ব্যক্তিগত অভিমত হলো– এটি আল্লাহ তাআলার বাণী, ﴿وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ﴾ এবং ﴿كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ مُبٰرَكٌ﴾-এর অন্তর্ভুক্ত। অকল্যাণকে প্রতিহত করার লক্ষ্যে একে ঝুলানো, এর কল্যাণেরই একটি অংশ।

আলেমদের আরেক দল একে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন, এগুলো ঝুলানোর বিষয়টি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত হয়নি এভাবে যে, এটি একটি শরয়ী কারণ যার দ্বারা মন্দ দূর হবে বা প্রতিহত করা যাবে। এ সকল ক্ষেত্রে মূলনীতি হলো, তাওয়াক্কুফ থেমে থাকা। এ মতটি অধিকতর প্রাধান্য পাওয়ার

উপযুক্ত। কাজেই কুরআন দিয়ে হলেও তাবীজ ঝুলানো জায়েয হবে না। এমনিভাবে রোগীর বালিশের নিচে অথবা দেয়াল বা এ জাতীয় কোনো কিছুর মধ্যে লটকানো বৈধ হবে না। বরং রোগীকে ডেকে এনে সরাসরি তার উপর কুরআন বা দু'আ পড়বে, যেমনটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেছেন।

আর যেখানে কুরআন ছাড়া অন্য কোনো দুর্বোধ্য কথা লিখে লটকানো হয় সেটিই হচ্ছে দ্বিতীয় প্রকার যা সর্বাবস্থায় অবৈধ। কেননা, এখানে কী লেখা হলো তা বুঝা যায় না। কিছু মানুষ এমন রয়েছে, যারা দুর্বোধ্য অপঠনযোগ্য তিলিসমাতি হিবিযিবী আকাঝোকা করে, যার মাথা মুণ্ড কিছুই বুঝা যায় না, এগুলো বিদ'আতের অন্তর্ভুক্ত, সম্পূর্ণ হারাম, কোনো অবস্থাতেই বৈধ নয়।

সমাপ্ত

عَالِج نفسَك بِالقُرآن

ابو الفداء محمد عزت محمد عارف

ترجمه الى اللغة البنغالية

حافظ محمود الحسن

মানবজীবনের প্রয়োজনীয় সকল বিষয়ের মৌলিক নীতিমালা যে কুরআনে পেশ করা হয়েছে, সেখানে অবশ্যই সব রকম সুস্থতারও নিশ্চয়তা রয়েছে। আল্লাহর নেক বান্দাগণ কুরআন থেকে যেসব রোগের চিকিৎসা খুঁজে বের করেছেন, এটি তার একটি সংকলন।

কুরআনের তাৎপর্য ও মাহাত্ম্য নিয়ে যুগে যুগে যেমনি গবেষণা চলছে, তেমনি কুরআন থেকে চিকিৎসা গ্রহণের প্রচেষ্টাও অব্যাহত থাকবে, ইনশাআল্লাহ। মহান আল্লাহ কুরআনকে "রোগের উপশমকারী ও রহমত" হিসেবে ঘোষণা দেওয়ার পর মানসিক ও শারীরিক এমন কোনো রোগ থাকতেই পারে না, যার নিরাময় কুরআনে নেই।

প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর কর্তব্য হলো, গভীর বিশ্বাস, নেক আমল ও পবিত্র জীবনযাপনের মাধ্যমে নিজের কল্যাণ, হেফাযত ও সুস্থতার প্রয়োজনে কুরআন থেকে ফায়দা হাসিলের জন্য সচেষ্ট হওয়া।

ISBN: 978-984-8927-13-7

9 781234 567897

sobujpatropublications.com

facebook.com/sobujpatrobd